দিশারী

কলেজ পত্রিকা
২০২৩-২৪

হুগলী উইমেন্স কলেজ

বিবেকানন্দ রোড, পিপুলপাতি, হুগলী

HOOGHLY WOMEN'S COLLEGE
Platinum Jubilee Celebration
2023 - 2024

HOOGHLY WOMEN'S COLLEGE
Platinum Jubilee Celebration
2023 - 2024
Annual Prize
Distribution Ceremony
&
Cultural Programme

দিশারী

২০২৩-২৪

হুগলী উইমেন্স কলেজ

পিপুলপাতি, হুগলী

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এবং ইউ.জি.সি. অনুমোদিত

Ph. No : 033-26805033 (Office)

E-mail : hooghlywomenscollege@gmail.com

Website : hooghlywomenscollege.org

দিশারী
বার্ষিক পত্রিকা ঃ ২০২৩-২৪

ঃ প্রকাশনা কমিটি ঃ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

শ্রী অসিত মজুমদার, সভাপতি
পরিচালন সমিতি, হুগলী উইমেন্স কলেজ

উপদেষ্টা

ড. সীমা ব্যানার্জী
অধ্যক্ষা, হুগলী উইমেন্স কলেজ

সম্পাদিকা মণ্ডলী

নবনীতা মিত্র
রূপসা রায়
সংযুক্তা চ্যাটার্জী
শুভেচ্ছা রায়
স্বস্তিকা মল্লিক
তানিয়া হেলা
দোয়েল রায়
অরুন্ধতী চোংদার
অঙ্কিতা ঘোষ

সহযোগিতা

অধ্যাপিকা কবিতা দে
অধ্যাপিকা ড. নন্দিনী মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপিকা ড. জনা বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক ড. নির্মাল্য সেনশর্মা
অধ্যাপিকা ড. স্বপ্না দাস
অধ্যাপক বিশ্বনাথ মুখার্জী
অধ্যাপিকা মল্লিকা সরেন

মুদ্রণে

সৌপর্ণ উদ্যোগ
২/৪৪এ, যতীনদাস নগর
বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৫৬

শ্রদ্ধার্ঘ্য

গত বছর
যাঁদের হারিয়েছি...

Ph. : 2680-2335 (Principal)
2680-5033 (Office)

HOOGHLY WOMEN'S COLLEGE

(Govt. Sponsored)
P.O. & Dt. Hooghly, Pin - 712103, W.B.
[Accredited "B++" by NAAC, Bangalore]

MESSAGE

I am delighted to know that Hooghly Women's College is going to publish its Annual Magazine for the Academic Session 2023-24. I appreciate the enthusiasm of the college for their efforts to publish the magazine.

On this occasion, I convey my best heartiest congratulations to the Principal, faculty members, staff and students of the college.

I wish the Magazine to be a grand success.

PRESIDENT
GOVERNMENT BODY
HOOGHLY WOMEN'S COLLEGE

PRESIDENT
GOVERNING BODY
HOOGHLY WOMEN'S COLLEGE

Ph. : 2680-2335 (Principal)
2680-5033 (Office)

HOOGHLY WOMEN'S COLLEGE
(Govt. Sponsored)
P.O. & Dt. Hooghly, Pin - 712103, W.B.
[Accredited "B++" by NAAC, Bangalore]

অধ্যক্ষার কলমে

প্রকাশিত হতে চলেছে আমাদের ঐতিহ্যশালী মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা, 'দিশারী'। এতে স্থান পেয়েছে ছাত্রীদের নানা সৃজন-প্রয়াস, যার মধ্যে দিয়ে তারা মেলে ধরেছে নিজেদের। রয়েছে মহাবিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক - অধ্যাপিকার লেখাও।

মহাবিদ্যালয় পত্রিকা ছাত্রীদের সুপ্ত সাহিত্য প্রতিভা প্রকাশের আদর্শ জায়গা, তাই এর গুরত্ব অপরিসীম। হয়ত বা ভবিষ্যতের নামী লেখিকারও আমরা সন্ধান পাব, এই পত্রিকায় যাদের লেখা প্রকাশিত হচ্ছে তাদের মধ্যে থেকে। পত্রিকার পাতায় রয়েছে ছাত্রী ও অধ্যাপিকাদের আঁকা ছবিও।

হুগলী জেলার প্রথম মহিলা মহাবিদ্যালয় আমাদেরই 'হুগলী উইমেন্স কলেজ', শিক্ষাজগতে এক গৌরবময় স্থান করে নিয়েছে। পঁচাত্তর পার করে এগিয়ে চলেছে আমাদের মহাবিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রীদের ফলাফল বেশ ভালো, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ও খেলাধূলার জগতে নানাভাবে তারা দিয়ে চলেছে নিজেদের প্রতিভার পরিচয়। সামাজিক নানা কাজে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ২০২৪-এর **NAAC** এর বিচারে আমাদের মহাবিদ্যালয় **B++** গ্রেড পাওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

এখানে আর কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। সম্প্রতি হুগলী জেলার পোলবা ব্লকের দুটি গ্রাম 'বাহিরনগর' ও 'ছাতিমতলা' অধিগ্রহণ করা হয়েছে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্পের (**NSS**) কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে, এতে অংশগ্রহণ করেন আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্রীরা। সেখানে শিশুদের খাতা, পেন্সিল-রং এবং মহিলাদের প্রয়োজনীয় জিনিস বিতরণ করা হয়। নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য সচেতনতা, বিষধর সাপকে ঠিক ভাবে চেনা এবং কোন ব্যক্তিকে সর্পদংশন করলে তার জীবন রক্ষার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন দিক সেখানে আলোচিত হয়। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকাদের সহযোগিতায় ভেষজ আবির তৈরি করে, যা আমাদের মহাবিদ্যালয়ে উদ্‌যাপিত বসন্ত উৎসবে ব্যবহৃত হয়। মহাবিদ্যালয়ের **GYM**এ ছাত্রীরা নিয়মিত অনুশীলন করে থাকে, যা তাদের শরীর গঠনে সহায়ক হয়। কলেজের অধ্যক্ষা হিসেবে ছাত্রীদের এই বহুমুখী কর্মধারাকে আমি উৎসাহিত করি ও প্রেরণা দিয়ে থাকি।

আমি চাই আমার মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পড়াশুনা ও অন্যান্য দিকে কৃতিত্বের পরিচয়দানের পাশাপাশি হয়ে উঠুক প্রকৃত মানুষ।

ধন্যবাদ জানাই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই আমার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের, স্নেহের ছাত্রীদের জন্য রইল আমার আশীর্বাদ ও প্রাণভরা ভালোবাসা।

সীমা ব্যানার্জী

ড. সীমা ব্যানার্জী
অধ্যক্ষা
হুগলী উইমেন্স কলেজ

সম্পাদকীয়

'দিশারী', আমাদের মহাবিদ্যালয়ের বহু প্রতীক্ষিত বার্ষিক পত্রিকা, যা প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরেও প্রকাশ পেতে চলেছে। ছাত্রীদের সৃজনশীলতা, মননঋদ্ধ চেতনার স্ফুরণ ঘটে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই পত্রিকার মাধ্যমে। তাদের মনের জগৎ, ভাব-ভাবনার প্রকাশ ঘটে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, আঁকা ছবি ইত্যাদির মাধ্যমে। এভাবেই ছাত্রীদের সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রবেশের ছাড়পত্র মেলে। আমরা সবসময় অনুপ্রাণিত হয়েছি শ্রদ্ধেয়া অধ্যক্ষা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মিবৃন্দের সহযোগিতায়। আগামী দিনেও তাঁদের কাছ থেকে অফুরান স্নেহাশীর্বাদ পাব এই আশা রাখি।

ধন্যবাদান্তে –

নবনীতা মিত্র
রূপসা রায়
সংযুক্তা চ্যাটার্জী
শুভেচ্ছা রায়
স্বস্তিকা মল্লিক
তানিয়া হেলা
দোয়েল রায়
অরুন্ধতী চোংদার
অঙ্কিতা ঘোষ

কিছু কথা

ছাত্রীদের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ হুগলী মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের অঙ্গ। **NAAC**-এর কার্যক্রমও এই ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়। এই মহাবিদ্যলয়ে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতির নানান ধারায় ছাত্রীদের আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষিত হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের সাফল্য মহাবিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করে। ছাত্রীদের সৃজনশীলতা তথা প্রতিভা স্ফুরণের পরিচায়ক মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা 'দিশারী'। এতে ছাত্রীরা আঁকায়-লেখায় নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করেছে। ছাত্রীদের পাশাপাশি অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কিছু লেখাও স্থান পেয়েছে এই পত্রিকায়। মাননীয়া অধ্যক্ষা ড: সীমা ব্যানার্জ্জী পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন। অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের উৎসাহ ও পরামর্শও ছাত্রীদের পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও 'দিশারী' ছাত্রীদের উদ্যম, নিষ্ঠা আন্তরিক প্রয়াসের ফসল।

কবিতা দে
নন্দিনী মুখোপাধ্যায়
জনা বন্দ্যোপাধ্যায়
নির্মাল্য সেনশর্মা
স্বপ্না দাস
বিশ্বনাথ মুখার্জী
মল্লিকা সরেন

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
মায়াতরী	✦	অন্বেষা রক্ষিত	১৫
Do Not Stand At My Grave And Weep	✦	Muskan Yadav	১৫
স্বাবলম্বিনী	✦	বকুল মন্ডল	১৬
THE STEADFAST GUIDE	✦	Adrija Bhandari	১৭
মহাভারত: উদ্ভিদজগতে পঞ্চ মহাভূতের কার্যকারিতার তাৎপর্য	✦	ড: জনা বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮
Can deification be dehumanizing? Reflections on Satyajit Ray's Devi	✦	Satavisha Nandy	২০
World Event Calendar 2024	✦	Kabita Dey	২২
একটি বিকেলবেলা	✦	রিমা সাধুখাঁ	৩১
হ্যালো বিবেক	✦	সত্যজিৎ বিশ্বাস	৩২
গাছ	✦	কোয়েল দে	৩২
'Chicken - Electricity' Transformation : of Chicken Feathers into Clean Electricity:An overview of an emerging research	✦	Dr. Sadhan Pramanik	৩৩
তোমার হাসির ছোঁয়ায়	✦	সুপর্ণা বিশ্বাস	৩৬
Trip to Ghatshila	✦	Swastika Mallick	৩৭
আলাপ	✦	হোসনা খাতুন	৩৮
নামটা বড় নয়	✦	দিয়া দে	৩৮
ঝরাপাতার প্রতি	✦	ড: শুচিস্মিতা ঘোষ হাজরা	৩৯

Culinary Diplomacy and India: Present dynamics and challenges	✦	Dr. Sanchita Chakrabarti	৪০
ডাক্তার কি ভগবান ?	✦	সংযুক্তা চ্যাটার্জী	৪৩
Women Empowerment and Gender Equality : A Thought	✦	Dr. Debabrata Adhikary	৪৭
পাহাড়ের কোলে	✦	সঞ্চারী সাধু	৫১
Love in the time of semester	✦	Ragini Thakur	৫২
স্মৃতির অঞ্জলি	✦	মঙ্গলা ঘোষ রায়	৫৩
বাবাকে লেখা চিঠি	✦	নবনীতা মিত্র	৫৭
রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস ঃ কিছু ভাবনা	✦	ড. নির্মাল্য সেনশর্মা	৫৮

মায়াতরী

অন্বেষা রক্ষিত
ইংরাজি বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার

নিভৃত এই তরীর একলা মাঝি আমি,
পারাপারের অন্তরালে বয়ে চলি,
জোয়ার-ভাঁটার স্রোতের কোলে ভেসে ভেসে...
স্রোতস্বিনীর মায়াবী চালে চালিত হয়ে বয়ে চলে এই দাঁড়,
আর তার সঙ্গ দেয় বিপর্যস্ত পালে গোঁত্তা খেতে থাকা শীতল বায়ু প্রবাহ
যেমন মানুষের মন,
কথোপকথনের অছিলায় সকল কথা ব্যক্ত করতে করতে,
জোয়ার-এর ঢেউয়ে তাড়িত পানার মত তীরের পানে আছড়ে পড়ে...
অবিন্যস্ত, বিপর্যস্ত, উপড়ে আসা শিকড়ের মতো ভাসতে থাকে
এক অদ্ভুত অচেতন ভাবনায়,
প্রকাশ্যে আসতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়েও আটকা পড়ে যায়
প্রাপ্তির প্রোজ্জ্বলতায় অসীমের সীমানার পরিদর্শনে,
নিজেকে হারিয়ে ফেলা সেই একলা মাঝি আমি...
যার একমাত্র সঙ্গী এই
মায়াতরী।।

Do Not Stand At My Grave And Weep

Muskan Yadav
English (Honours), Semester - VI

Do not stand at my grave and weep
I am not there, I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the gentle Autumn rain.
When you awaken in the morning's hush
I am the swift uplifting rush.
Of quiet birds in circled Flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and weep;
I am not there. I did not die.

স্বাবলম্বিনী

বকুল মন্ডল
ইতিহাস বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

দক্ষিণ দিকের জানালার পর্দাটা আলতো হাতে সরিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালে চিত্রা। পূর্ব ব্যবহৃত টিপটা আয়না থেকে তুলে কপালের মধ্যেখানে বসাতেই মানসপটে ভেসে উঠলো হোস্টেল জীবনের দিনগুলি। বয়সটা তখন ১৮। জ্ঞান আহরণের তাগিদ অনুভব করতে পরিবারের সাথে এক প্রকার যুদ্ধ করে গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল চিত্রা। দাদু জমিদার হওয়ায় অর্থাভাব চোখে দেখেনি সে। ছোট থেকে স্বপ্ন ছিল অধ্যাপিকা হওয়ার, ঠিক তার অনুরাধা-দিদির মত। গ্রামে তিনি ছিলেন মহিলাদের মধ্যে স্বাবলম্বী এবং উচ্চশিক্ষিতা। বয়সে অনেকাংশে বড় হলেও দিদি বলতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত চিত্রা। পড়াশোনায় আগ্রহী চিত্রা অনুরাধার নজরে পড়ে। বিমোহিত অনুরাধা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন চিত্রার দিকে। তিনি বরাবরই চেয়েছিলেন গ্রামের সকল মেয়ে তার মতই স্বাবলম্বী হোক। কিন্তু বিবাহ নামক ব্যাধিটি প্রায় সকল মেয়েকেই কাবু করে ফেলে। চিত্রাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে এবং তাকে সঙ্গ দিতে প্রায়শই চিত্রার বাড়িতে যাতায়াত করতেন অনুরাধা। চিত্রার বয়স বেড়ে চলার সাথে সাথে তার পরিবারের বাধা হয়ে দাঁড়ানোর প্রবণতাটাও বেশ নজরে পড়েছিল অনুরাধার। সেই সন্দেহকে সত্যি প্রমাণিত করে চিত্রাকে বিয়ের জন্য জোর করতে থাকে তার পরিবার। উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশনার পরই অনুরাধা চিত্রাকে শহরে পাঠাতে বাধ্য করেন। কিন্তু পরিবারের অমতে চিত্রা এক কদম ফেলতেও নারাজ ছিল। অন্যদিকে পরিস্থিতির প্রবল চাপ এবং নিজের অতি প্রিয় স্বপ্নটিকে বাস্তবে রূপ দিতে অনুরাধার সাথে গ্রাম ছেড়েছিল কিশোরী চিত্রা। শহরে এসে কলেজে ভর্তি এবং কলেজ হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন অনুরাধা। কিন্তু দুমাস যেতে না যেতেই চিত্রার ঠিকানা পায় তার পরিবার। অতঃপর চিঠির কয়েকটি বাক্যের মধ্যে দিয়ে অনুভূতির ফাঁদ পাতে তার পরিবার। চিত্রার মন ভারাক্রান্ত হয় ক্রমশ। চিত্রার মনোবল ফেরাতে চিত্রাকে প্রতিবাদী হতে শেখায় অনুরাধা। একটি পরিবার যেমন সমাজকে ভয় পায় ঠিক তেমনি একটি অবিবাহিতা মেয়ে তার পরিবারকে ভয় পায়।

এই ভয়কে জয় করে চিত্রা তার প্রতিবাদী রূপ ফুটিয়ে তোলে চিঠির ভাঁজে। এরপর শুরু হয় চিত্রার জীবন সংগ্রাম। পড়াশোনার চাপ, নিজের কল্পনার জগত সামলে ব্যস্ত চিত্রা এমনভাবেই আয়না থেকে টিপ তুলে তাকে কপালে স্থান দিত। চোখের নিমিষেই পেরিয়ে গেছে অনেকগুলো বছর। চিত্রার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। একটা মানুষ প্রতিষ্ঠিত হলে তার গুরুত্বটা হঠাৎ করেই বেড়ে যায়। এখন কেবলমাত্র পরিবার নয় গোটা গ্রাম সমর্থন করে চিত্রাকে। বর্তমানে একটি জনপ্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপিকা এবং সমাজকল্যাণ সংস্থার সাথে নিযুক্ত স্বাবলম্বী চিত্রা। অবশেষে ধ্যান-ভাঙে চিত্রার। মাঝেমধ্যেই ভাবনায় হারিয়ে যায় সে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হাতে তৈরি হয়। গতকাল অনুরাধা একজন নতুন মানুষের সাথে পরিচয় করাবে বলে জানিয়েছিল, চিত্রাও আর বিরক্ত করেনি। অতঃপর দুজনে গাড়িতে উঠলে গাড়ি চলতে শুরু করে, ক্রমশ রাস্তাটা চেনা লাগে চিত্রার। আগ্রহী মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে জিজ্ঞেস করে-

‘এটাতো আশ্রমের রাস্তা, তাই না দিদি?’

অনুরাধা কোন উত্তর দেয় না কেবলই মুচকি হাসে। দুজনে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বসার ঘরে আসে। কিন্তু চৌকাঠ বেরোনোর আগেই পা জোড়া থেমে যায় চিত্রার। চেয়ারে বসে থাকা মেয়েটিকে দেখে চোখ ছল ছল করে ওঠে তার। অস্পষ্ট সুরে প্রশ্ন করে -

‘‘ওর মুখটা ওরকম ঝলসানো কেন?’’

‘সম্মানে হাত পড়ায় প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু পরপরই অ্যাসিড আক্রমণের শিকার হয়। মেয়েটা বুদ্ধিমতী, চেষ্টা আছে কিন্তু পাশে থাকার কেউ নেই। এবার তোমার পালা চিত্রা, দায়িত্ব নিয়ে মেয়েটিকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দাও তো দেখি।’

চিত্রার চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদ! এটাতো সেও করেছিল। শুধু তফাৎ একটাই একজনা জিতে গেছে, আর অন্যজন হেরে গেছে নির্মমভাবে। তাকেও জিতিয়ে দিতে হবে!

THE STEADFAST GUIDE

Adrija Bhandari
English (Honours), Semester - III

And then you came,
Along with a heaviness in your heart,
Agony in your eyes,
And misery in your veins.
Will there be no end to this?
You looked at me with bleary eyes,
Making my desperate heart flutter.
Oh, my adored one, I whispered,
Even when trust turns to treachery,
By these you hold dear,
I shall remain your steadfast shield.

মহাভারত: উদ্ভিদজগতে পঞ্চ মহাভূতের কার্যকারিতার তাৎপর্য

ড: জনা বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ

মহাভারতের শান্তিপর্বে প্রাণী ও জীবজগতের গঠন প্রক্রিয়ায় পঞ্চ মহাভূতের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। মহাভারতের শান্তিপর্বের ভৃগু- ভরদ্বাজ সংবাদ শীর্ষক ১৮৪ তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে মহর্ষি ভরদ্বাজ উল্লেখ করেন-- প্রজাপতি ব্রহ্মা যে মহাভূতগুলো সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো সকল পদার্থের ধারকরূপে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করে আছে। মহর্ষি ভৃগুর মতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী-- এই পাঁচটি অপরিমিত মৌলিক পদার্থ হওয়ায় ' মহাভূত' শব্দে অভিহিত হয়। এদের অস্তিত্ব ব্যতীত কোনো কিছু কল্পনা করা যায় না। এখানে উল্লিখিত হয় যে, বায়ু গতিক্রিয়া যুক্ত, আকাশ শূণ্যময়, অগ্নি তাপযুক্ত, জল তরল এবং পৃথিবী কঠিন হওয়ায় জীবজগত এই পঞ্চভূত দিয়ে তৈরী।

পঞ্চভূত দ্বারা জীবজগত গঠনের কথা ভারতীয় বেদান্তদর্শনেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ! বেদন্তসারে সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি বর্ণনাপূর্বক স্থূলভূতের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। স্থূলভূতগুলো পঞ্চীকৃত। পঞ্চ ভূতের বিশেষ মিশ্রণই পঞ্চীকরণ। পাঁচটি ভূত প্রত্যেকেই পঞ্চাত্মক। আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এবং জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস থাকে।

মহাভারতের শান্তিপর্বের ভৃগু- ভরদ্বাজ সংবাদ শীর্ষক ১৮৪ তম অধ্যায়ের ৭নং শ্লোকে বৃক্ষের ক্ষেত্রে পঞ্চভূতের অস্তিত্বের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। ভৃগু পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বৃক্ষে পঞ্চভূতের সংযোগের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। ১১নং শ্লোকে বলা হয়েছে পত্র, শাখা, ফুল ম্লান হয়, শুকিয়ে যায়। সুতরাং স্পর্শ আছে। তাপের স্পর্শে পাতা, ফুল শুকিয়ে যায়! ১২নং শ্লোক থেকে জানতে পারি যে, বাইরের বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে ফল ও ফুল শুকিয়ে যায়। সুতরাং বৃক্ষ কর্ণর দ্বারা শব্দ গ্রহণ করে। ১৩নং শ্লোকের বিষয় হল লতা গাছকে জড়িয়ে থাকে এবং সব দিকে গমন করে। দেখতে না পেলে গমন সম্ভব হত না! অতএব গাছেরা দেখতে পায়! ১৪ নং শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে গাছেরা তাদের উৎকৃষ্ট বিভিন্ন গন্ধ দ্বারা নীরোগ থেকে পুষ্প ফল প্রসব করে। সুতরাং গাছেরা ঘ্রাণ নিতে পারে! ১৫নং শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে গাছেরা পা দিয়ে জল পান করে। তাদের ব্যাধি ও ব্যাধির প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়। সুতরাং গাছেদের রসগ্রহণের ক্ষমতা আছে। এটি জৈবিক ক্রিয়াকলাপের নিদর্শন হিসাবে ধরা যেতে পারে! ১৬নং শ্লোকটিও ১৫নং শ্লোকের বক্তব্য সমর্থন করে। এখানে বায়ুযুক্ত গাছের পা দিয়ে জল পান করার কথা বলা হয়েছে। ১৭নং শ্লোকে গাছেদের কাটা অঙ্গের পুনরায় উৎপত্তি কথা বলা হয়েছে। অতএব গাছ অচেতন নয়! ১৮নং শ্লোকের বিষয় হল-- বৃক্ষের মধ্যে অগ্নি, বায়ু তাদের পান করা জলকে জীর্ণ করে এবং খাদ্যবস্তু পরিপাক করে। সুতরাং গাছের রস বৃদ্ধি হয়! উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে, অচেতন নয়-- মহাভারতের এই অধ্যায় থেকে জানা যায়!

মহাভারতের শান্তিপর্বে জীবজগতের উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ! পঞ্চ মহাভূতের কার্যকারিতা যে বৃক্ষে লক্ষিত হয়, তা এই অধ্যায়ে প্রমাণিত।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১) Swami– Nikhilananda–1990–Vedantasara of Sadananda– Kolkata– Advaita Ashrama

৩) সিংহ, কালীপ্রসন্ন অনূদিত, ২০১৮, মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, সাহিত্যতীর্থ পাবলিশার্স

৪) সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস, ১৯৭৮, মহাভারত, শান্তি পর্ব, কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী

নবনীতা মিত্র, ষষ্ঠ সেমিস্টার

Can deification be dehumanizing? Reflections on Satyajit Ray's Devi

Satavisha Nandy
English (Honours), Semester - VI

In a 1989 interview by Pierre Andre Boutang, Satyajit Ray says that his film Devi (1960) dealt with religious dogmatism. In Devi, an upper-class Hindu patriarch has a strange vision of his seventeen year old daughter-in-law Doya as the human incarnation of the Goddess Kali. Amazed and awestruck, he begins worshipping her. Even before the dream, Doyamoyee or Doya is a mother-figure in the house of her in-laws. Set in Calcutta in the 1960s, Ray's camera shows her living in a gilded cage, her life defined by her subservience and servitude. The dream merely acts as a catalyst and magnifies it a hundred fold. When Doya is deified and therefore idealized, she effectively loses the ability to develop her own identity. She ceases to grow because there's nothing to grow from. Agency is non-existent when she is destined for immersion (bishorjon) just like the Goddess kali whose incarnation she is thought to be.

One would argue that the tragedy in Devi (1960) is further realized due to its protagonist being a woman. The expectations put on her are massive and she slowly lets go of herself to meet these expectations. This deification contain stark similarity to the stories of a lot of women, especially in South Asia. When young girls hit puberty, it's almost as if they go from being free, genderless beings to being hit with an avalanche of expectations to conform to gender roles, manage bodily changes and always do what is deemed as acceptable by society.

Women in a patriarchal society characterized by entrenched traditions, alongside the evolving social dynamics in India during the late 19th century present a compelling narrative and are eerily similar to women in contemporary society. Notably, nearly all the concerns raised remain pertinent in a nation marked by religious strife, where women persist in their quest for liberation. Could Doya's burden then, be seen as a metaphor for the onus of domestic labour placed disproportionately upon women of the global south even today?

I hesitate to categorize Devi as criticism of religion itself as it is more so a criticism of religious fanaticism, religious superstition. However, its commentary does bring to the light how religion does not favour women. Well, society is

dictated by religion. The things considered "unladylike" by society are so because the religious books typically say so. Satyajit Ray examines not only the influence of religious orthodoxy on culture but also societal attitudes towards women. Doya lacks autonomy, whether she is washing her father-in-law's feet or experiencing her own feet being washed with holy water after her forced deification. She is revered as an object of worship, yet no one, apart from her husband, inquires about her feelings or her willingness to claim her position.

One has to wonder: what is the polar opposite of Devi, the Mother, the Goddess? Chelsea Conaboy in the book "Mother Brain" discusses "mother" and "witch" as opposite ends of a spectrum. It leads me to think if women under a patriarchal society exist as a dichotomy between Mother Goddesses and Subversive Witches. It is not uncommon for religious doctrines to advocate for rigid moral frameworks concerning female sexuality. There is a categorization of women's sexual expression into a binary system: either virtuous, linked to marriage or motherhood, kind, or sinful, associated with subversion, deviation from conventional roles. This dichotomy gives birth to limiting archetypes and at the same time, stigmatization of women who assert their autonomy or question traditional roles. Emancipation of women from this dichotomy appears to be very fundamentally incompatible with the existence of organised religion.

World Event Calendar 2024

Kabita Dey
Associate Professor, Department of English

January –

- Inauguration of Ayodhya Ram Mandir.
- Prime Minister Narendra Modi Inaugurated The Atal Setu, also known as the Mumbai Trans Harbour Link (MTHL), the longest sea bridge of India.
- Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyay Yatra (Unite India March') started from Imphal.
- Bihar Chief Minister Nitish Kumar left the INDIA Alliance and resigned as the Chief Minister and severing ties with the 'Mahagathbandlan' to break away from the ruling government and joined hands with the BJP-led NDA.
- Enforcement Directorate (ED) arrests Hemant Soren after he submitted his resignation as Chief Minister of Jharkhand.
- A two-judge Bench of the Supreme court set aside remission orders granting premature release to 11 convicts in the Bilkis Bano gangrape case.
- Banglasesh PM Sheikh Hasina returned to power for the 4th time.

February –

- Supreme Court declares electoral bonds scheme unconstitutional.
- The Champai Soren-led alliance government of Jharkhand MuktiMorcha, Congress, RJD and CPI (ML) won the trust vote in the Jharkhand assembly and Champai Soren took oath as the Chief Minister of Jharkhand.
- Uttarakhand is the first state in India to enact a uniform civil code.
- Qatar released eight former Indian naval officers previously sentenced to death on charges of spying for Israel.
- 100 days work salary will be paid by the State Government, declared Chief Minister Mamata Banerjee.
- Agricultural labourers protest for legal assurance in the minimum support prices (MSP) for certain agricultural products.
- Ep's team was attacked at Sandeskhali in North 24Parganas district during a raid at Trinamool Congress leader Shahjahan Sheikh's residence in connection with Ration Scam. Controversy and turmoil raged since then. Agitation by the women of the region led to the arrest of Sheikh Shahjahan and his two associates Shibu Hazra and Uttam Sardar.
- Shehbaz Sharif became the prime minister of the coalition government of

Pakistan in the general election where the majority votes were won by the PTI led Independent candidates.

March –

- Fatal building collapse at Garden Reach, where a five-storey under-construction building collapsed leading to falling debris killing several people in the area nearby, and injuring many other.
- Aravind Kejriwal, the Chief minister of Delhi, was arrested after not responding to nine summons from the Enforcement Directorate in connection with the Delhi liquor scam, becoming the first sitting chief minister in Indian history to be arrested.
- A devastating tornado ripped through several areas of Jalpaiguri district in West Bengal. Five lives were tragically lost, over 400 people have been injured, and countless families became homeless.
- At least 10 people were injured in the IED blast that was carried out in Rameshwaram café at Bengaluru's whitefield area.
- Election commissioner Arun Goel resigned, just days before the anticipated announcement of the schedule for the 2024 LokSabha election.
- Implementation rules for the controversial CAA notified by PM Modi, granting citizenship to non-Muslim communities like Hindus, Sikhs, Buddists, Jains Parsis and Christians from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh who entered India on or before 31st December, 2014.
- PM Modi praises Kolkata's innovative underwater metro project, reminiscing about his early fascination with the city's metro system during his visit. His words underline the significance of this milestone in India's transportation infrastructure.
- CM Mamata Banerjee was hospitalized after she was injured in a fall in the vicinity of her home.
- In a disruptive hearing, the court brushed aside publicity driven arguments and asked SBI to submit an affidavit claiming full disclosure of electoral bond details to ECI.
- In a major terrorist attack 145 killed and more than 550 were injured in Krasnoyarsk in Russia.

April –

- A Calcutta High Court division bench cancelled the appointment of all 25,753 people empanelled in 2016 for various categories of jobs at secondary and higher secondary schools in West Bengal in the alleged bribe-for-job case.

- The trail of Bengaluru Rameshwaram Café Blast of March crisscrossed through several cities in Karnataka and Tamil Nadu to end in Kolkata. The NIA (National Investigation Agency) arrested Mussavir Hussain Shazib, 30, the alleged bomber, and Abdul Matheen Ahamed Taahaa, 30, the chief conspirator of the blast near Kolkata.
- In the Assembly Election, the BJP returned to power in Arunachal Pradesh white the ruling Sikkim Krantikari Morcha (SKM) secured a second term in Sikkim.

May –

- Supreme Court granted bail to Arvind Kejriwal for Loksabha election compaign.
- A billboard in the Ghatkopar suburb of Mumbai, collapsed following heavy rains, 17 people were killed and more than 75 were injured.
- Vedant Agarwal, aged 17 years, killed two motorbike riders while driving the Rs. 2.5 crore electric supercar Porsche allegedly drunk, in the Kalyani Nagar neighborhood of Pune, Maharashtra.
- Ebrahim Raisi President of Iran was killed in a helicopter crash, along with his foreign minister and six other senior officials.
- A court in Delhi framed charges of sexual harassment and using force to outrage women's modesty against the former wrestling Federation of India chief, Brij Bhusan Swaran Singh.
- A fire broke out at a gaming zone in Rajkot, Gujrat claiming 33 lives. The fire was reportedly caused when some welding work was being carried out.
- A special Investigation team of the Karnataka police arrested the former Janata Dal-Secular (JDs) Member of parliament, Prajwal Revanna for the alleged repeated rape of a zilla panchayat member of his constituency over a period of three years.
- Bangladeshi MP Anwarul Azim Anar, was killed in Kolkata and allegedly smothered with a pillow soon after he entered a flat in New Town, claimed West Bengal CID.
- Severe cyclonic storm Remal made landfall near the Mongla and Khepupara coasts in Bangladesh and West Bengal. The storm's sustained winds were 100 to 135 kilometres per hour during landfall in the coastal area. Remal killed at least 85 people including 65 in India and 20 in Bangladesh. Many people were affected by power outages.

June

- General elections were held in India from 19th April to first June 2024 in 7

phase to elect all 543 members of the Lok Sabha voters were counted and the result was declared on 4th June to form the 18th Lok Sabha. On 7th June 2024, Prime Minister Narendra Modi confirmed the support of 293 MPs. This marked Modi's third term as Prime Minister and his first time heading a coalition government. Congress seats increased. Trinomool in West Bengal-29, BJP-12 and Congress-1. Two Minister of State from West Bengal Sukanto Majumdar and Shantanu Thakur.

- ✦ Subodh Kumar Singh, Chief of the National Testing Agency was removed from his post, in the wake of alllegations of irregularities in the conduct of the NEET-UG and UGC-NET exams.
- ✦ Wiki Leaks founder Julian Assange has been freed from prison in the United Kingdom and is expected to travel home to Australia after he agreed to plead guilty to a single charge of breaching the espionage law in the United States.
- ✦ Terminal 1, one of the three passenger buildings at the Indira Gandhi International airport was shut for flight operation after heavy rains caused the canopy in the forecourt area to collapse killing one person.
- ✦ A goods train collided with Sealdah Agartala kanchanjunga express, a passenger train near Rangapani railway station in Darjeeling district of West Bengal. About 11 people were killed and more than 60 were injured in the accident.
- ✦ Massive fire burns down iconic Hollong bungalow in North bengal's Jaldapara National Park.
- ✦ The enforcement directorate Ed questions Bengali Star Rituparna Sengupta in ration scam for over 5 hours.
- ✦ Terrorist opened fire at the bus carrying pilgrims in Reasi district of Jammu and Kashmir killing 9 and injuring several others.
- ✦ Bridges, roads and houses damaged and many died after heavy rain triggers landslides in Sikkim.

July

- ✦ The Indian home ministry recently announced the enactment of three new criminal laws. Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, Bhartiya Nyaya sanhita, 2023 and Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023, effective July 1 2024.
- ✦ On July 2, thousands of people, mostly from disadvantaged sections of society gathered in Hathras to listen to a God man preach. As he left the venue they ran out to catch a final glimpse of him and knelt down to collect the mud on which he had walked. Stampede broke out killing 121 people most of whom were women.
- ✦ The Wayanad landslides in Kerala were a series of landslides which were

caused by heavy rains that caused hillsides to collapse destroying the areas below. The disaster was one of the deadliest in Kerala's history with reports of 254 fatalities, 397 injuries and 118 people missing. Deforestation, seismic sensitivity for building construction and global warming have been identified as possible causes for the landslides and fatalities.

- The 2024 United Kingdom general election was held to elect 650 members of parliament to the House of commons, the lower house of the parliament of the United Kingdom. The opposition Labour party led by Keir Starmer, defeated the governing conservative party led by prime minister Rishi Sunak of Indian origin in a landslide victory.
- Donald Trump was shot and wounded in his upper right ear by 20 year old Thomas Mathew crooks, of Bethel park, Pennsylvania, who fired 8 rounds from an AR 15 style rifle from the roof of a nearby building. Crooks also killed one audience member and critically injured two others.
- Ismail Haniyeh, the political leader of Hamas was assassinated along with his personal bodyguard in the Iranian capital Tehran by an Israeli attack.

August

- Supreme court greeted bail to former deputy chief minister of Delhi and aam Aadmi party leader Manish Sisodia in the Delhi liquor policy case. Justice pointed out that an account of a long period of inearceration running for around 17 months and the trial even not having been commanced the appellant has been deprived office right to speedy trial.
- Notably the court granted bail in the arrest by both the Central bureau of investigation CBI as well as the enforcement directorate ED.
- 19 days reported in the flood of Tripura and 28 in Gujarat. Total dates in the country is over 250.
- Akhil Giri West Bengal correctional services minister resigned following pressure from the trinomool Congress leadership for threatening and verbally abusing a forest department women official.
- Israel forces took hold and seized gaja City.
- Online misinformation fueled tensions over the stabbing attack in Britain that killed three children.

R. G. Kar 9th August

- On 9 August 2024, a 31 year old female postgraduate trainee doctor at R.G.Kar medical College and hospital in Kolkata was raped and murdered in the college building. Her body was found in a seminar room. On 10th August a 33 year old male civic volunteer working for Kolkata police was arrested under

suspicion of committing the crime. Three days later the Calcutta High court transferred the investigation to The Central bureau of investigation (CBI) stating that the Kolkata police's investigation did not inspire confidence. The junior doctors in West Bengal undertook a strike action for 42 days demanding a thorough probe of the incident and adequate security at hospitals.

- The incident amplified debate about the safety of women and doctors in India and has sparked significant outrage, and nation wide and international protests. The dark question remains that why CBI failed to give charge sheet to the former principal of medical College and Abhijit Mondal officer-in-charge of Tala police station who were initially in there custody. Mandal is also charged with delaying the registration of the FIR among other offences. The CBI informed the court that both Ghosh and Mandal allegedly attempted to down play the incident and shield the crime. The year ends with anger agitation and protest over these burning issue.

Bangladesh

- For several weeks in July, Bangladesh was wracked by the most serious episode of unrest in decades. What began as peaceful demands from university students to abolish quotas in civil service jobs turned into anger, clash and fire. The campaigners argued that one third of the reservations for the relatives of veterans from Bangladesh's war for independence from Pakistan in 1971 was discriminatory and needed to be overhauled. Although their request was largely met the protest soon transformed into a wider anti government movement and people from all walks of life have joined the protest movement. Bangladesh media and protesters blamed police for the spiralling death toll . MS Haseena repeatedly cut of internet access in parts of the country, imposed a nationwide curfew and described those demonstrating against her as terrorist seeking to destabilise the nation.
- But the campaign of civil disobedience that had taken hold, showed little signs of abating and ultimately Bangladesh stood on a historic turning point when on 5th August, weeks of anti government protest reached its climax with the toppling of its long serving prime minister Sheikh Hasina and her fleeing the country.
- Following the overthrow of Sheikh Hasina President Mohammed shahabuddin gave Yunus a mandate to form an interim government, acceding to calls from Student leaders for his appointment. It is not clear whether a third major political party other than the Awami league and Bangladesh nationalist party can also emerge under the current circumstances or there would be peaceful transfer of power under military protection.

September

- In retaliation of Hezbollah's firing of rockets at Israel in support of its ally Hamas in Gaza, Israel launched series of air strikes in Lebanon. Hassan Nasrallah the secretary general of Hezbollah was assassinated in the Israeli air strike in Beirut.
- Supreme court grants bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in CBI case highlighting legalities and conditions of release. Resigns from chief ministership as soon as he was released and Atish Marlena took over as the new chief minister of Delhi.
- The West Bengal legislative assembly unanimously passed the Aparajita women and child (West Bengal criminal laws Amendment) bill 2024 with a voice vote with both legislators of the Trinamool Congress and the Bharatiya Janata party BJP supporting it. Chief minister Mamata Banerjee said the bill introduces three critical elements increased punishment, speedy investigation and rapid dispensation of justice, specifically targeting cases of sexual assault.
- Trinamool Rajyasabha MP Jawahar Sarkar resigns over R.G. Kar rape murder protest. The development marks the first major resignation from the TMC which has been facing the heat of protest for almost a month after the horrific crime at the state run hospital.
- Trinamool Congress leader and Birbhum district President Anubrata Mondal along with his daughter Sukanya Mondal returned to Birbhum after being in prison for over 25 months in connection with the West Bengal cattle scam. Bail was also granted to prime accused Mohammad Enamul Haque and Anubrata Mandal's bodyguard Sehgal Hussain.
- The Congress appointed Subhankar Sarkar as the President of West Bengal Pradesh Congress committee replacing veteran Adhir Ranjan Chaudhary.
- Maxist leader Anura Kumara Dissanayake become the 10th president of Sri Lanka to assume office after being declared the winner of the 2024 presidential election.

October

- In the Haryana legislative assembly election the Bhartiya Janata party on a majority with 48 seats and secured victory for the third consecutive time becoming the first party in the states history to achieve this feat.
- National conference-Congress alliance secured absolute majority in the Jammu and Kashmir assembly elections.
- A fire broke out at the Sealdah (Raja Bazar ESI) hospital in Kolkata resulting in the death of a patient in the intensive Care unit (ICU).

- The supreme court (SC) dismissed the case challenging the Calcutta High courts HC divisions bench order allowing the recruitment of nearly 14,000 upper primary teachers in schools of West Bengal.
- India and China reached agreement on patrolling arrangements along the line of actual control in India China border areas in Depsang and then Demchok leading to disengagement from all the friction points of 2020.
- West Bengal CPI(M) suspended Ex-MLA Tanmay Bhattacharya for alleged misconduct with women journalist. The journalist claimed that he had made improper advances and touched her when she went to interview him at his residence.

November

- In the United States presidential election former Republican President Donald Trump defeated the democratic nominee vice president Kamala Harris. Trump lost his bid for re-clection in 2020 to democrat Joe Biden is the first US President to be elected to non consecutive terms.
- A fire broke out in the Neonatal intensive Care unit of maharani Lakshmi Bai medical College in Jhansi Uttar Pradesh resulting in the death of at least 18 new borns and injuring 16 others, most of which later succumbed to injuries.
- The BJP lead mahayuti alliance retained Power in Maharashtra to form government by winning 233 of the 288 assembly seats, while the opposition MVA own only 50 seats. It is an unprecedented electoral sweep which Maharashtra has not seen since the 1980 s. The BJP emerged as the single largest party winning 132 seats on its own.
- The supreme court lashed out that States which metamorphose into judges to punish accused persons awaiting trial by driving bulldozers into their homes indulge in a naked display of "might is right" without sparing a thought for families rendered shelter less and destitute overnight.
- Justice Sanjeev Khanna takes over as the 51st first chief justice of India for a brief tenure of 6 months till his retirement in May 2025. Incumbent chief justice DY chandrachur formally recommended justice Sanjeev Khanna be appointed the next chief justice of India.
- West Bengal CM Mamta Banerjee ordered a probe into the disappearance of tarunar shopno scheme funds. The CM asked officials to find out why the beneficiary students did not receive the funds and to identify the actual culprits. Nearly 100 students from 6 schools in East Midnapore and East Burdwan did not receive their allocated rupees 10,000 to purchase the tablets.
- Trinamool Congress councillor from South Kolkata's kasba, Sushanto Ghosh narrowly escaped a murder attempt after the shooters gun misfired.

- The victory of the Trinamool Congress in 6 assembly Polls across 5 districts indicates that protest against the rape and murder of a doctor at R.G Kar medical College and hospital did not make any dent in the electrol prospects of Trinamool Congress.
- Supreme court grands bail to suspended Trinamool Congress leader kuntal Ghosh in CBI case over cash for jobs scam.
- Hundreds of people defied a curfew to stage demonstrations in India's northeastern state of Manipur over the weekend and 23 where arrested for violence as tensions between two ethnic community flared up again.
- In a stunning come back Hemant soren's Jharkhand Mukti morcha led alliance stormed to power in Jharkhand for a second consecutive term, winning 56 seats in the 81 member assembly despite and all out blitz by the Bhartiya Janata party led National democratic alliance which managed only 24 seats.

December

- The Syrian revolution achieved its main goal of achiving the fall of the Assad regime after Assad fled to Moscow. The fault of Damascus ended the Azad regime as the Syrian prime minister Mohammed Ghazi-al-Jalali handed over power to the revolutionaries and they formed Syrian transational government.
- After 5 years of restoration work the famous monument of Notre dame de Paris cathedral was reopened for the public visitors. In 2019 a major fire had partially destroyed the upper part of the cathedral of Paris.
- The supreme court held that henceforth the constitutionality of the places of worship act 1991 which prevents the conversion of the religious character of place of worship which they held as of 15 August 1947 will be decided by the supreme court. The court's decision will shape the course for multiple challenges concerning the 'true nature' of places of worship pending before subordinate courts all over the country.
- Atul Subhash working in an IT farm in Bengaluru and going through a divorce case with his wife died by suicide. He accused his wife and in laws of harassment and allegedly framing him in false cases. The case made National headlines. Flagging a growing tendency to misuse laws protecting women from cruelty by there in-lows, the supreme court has said courts must exercise caution while deciding dowry harassment cases to prevent unnecessary harassment of innocent people.
- Mustakin sardar a 19 year old man was sentenced to death in West Bengal's South 24 Parganas for raping and murdering a 9 year old village girl. Coming merely 2 months after the August 9 rape and murder of a 31 year old junior

doctor at kolkata's R.G. Kar medical College and hospital which rocked the nation, the kultali incident triggered unrest.

- An SUV vehicle was driven into a crowd at the Christmas market in Magdeburg, Germany killing 6 people and injuring at least 299 others out of which seven were Indians. The driver of the car allegedly 50 year old anti-Islam activist Taleb Al Abdulmohasen, was arrested at the scene.
- The North eastern Indian state of Assam has banned the consumption of beef in public places including restaurant and events. This is an expansion to an earlier rule that restricted the sale of beef near certain religious places like temples, chief minister Hemanta Biswa Sarma said.

একটি বিকেলবেলা

রিমা সাধুখাঁ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

সূর্য ডুবু ডুবু বিকেল রঙীন, শেষ হলো দিন!
ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে - বাতাসের খেলাতে
উড়ে উড়ে যাচ্ছে বিকেলবেলাতে।
একাকী চেয়ে দেখি মেঘেদের আনাগোনা
খুঁজে চলি বাতাসে মেশানো ধূলিকণা।
পাখিরা দলে দলে ফিরছে নীড়েতে
চোখ গেল সামনের রাস্তার ভিড়েতে।
কোন এক ফেরিওয়ালা ফেরি করে হেঁটে হেঁটে,
এইভাবে রোজ দেখি– সময়টা যায় কেটে!
কে যেন সাইকেলের বেল চলে বাজিয়ে,
ফুচকার গাড়ি যায় ফুচকা সাজিয়ে।
কারা যেন সুতো দিয়ে ঘুড়ি ওড়ায় আকাশে,
হর্নের শব্দ ভেসে আসে বাতাসে।

হ্যালো বিবেক

সত্যজিৎ বিশ্বাস
অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ

হ্যালো, হ্যালো, কাকে চাই?
একটু নিজেকে পাওয়া যাবে?
না। কেনো? কারণ, হারিয়ে গেছে, ও আর নেই।
হারিয়ে গেছে মানে? একটু ভাবে,
এইতো সেদিন ক্রিকেট খেলছিলো,
বলাগড়ের মাঠে, সঙ্গী সাথীদের সাথে
লড়ছিলো ভালো, উড়ছিলো ধূলো।
হাঁটছিলো মনের মানুষের সাথে, পথে পথে।
আপনি যে সেদিনের কথা বলছেন,
সেটা আজ থেকে কুড়ি বছর আট মাস পনেরো দিন
চার ঘন্টা বারো মিনিট তেরো সেকেন্ড আগে।
বিশ বছর! হ্যাঁ, আপনি এখন বড়ো হয়েছেন।
এখন অনেক দায়িত্ব আপনার, সে সব পালন করুন সর্বাগ্রে,
আর আমি নিজেকে ফিরে পাবো না কোনদিন?
সরি রং নাম্বার
প্লিজ যাবেন না, উত্তরটা দিন।
'মা' এর ডাক – ভাঙল সুর, কাটলো আঁধার।

গাছ

কোয়েল দে
বাংলা (অনার্স) তৃতীয় সেমিস্টার

গাছ আমাদের বন্ধু রে ভাই,
গাছকে তোরা কাটিস নে তাই।
গাছ আমাদের পরিবারেরই একজন,
এটা তোরা ভাবিস কজন?
গাছ কেটে তোরা লাগাস অনেক কাজে,
কিন্তু তোরা কি জানিস গাছ আমাদের কত কাজের?
গাছ আমাদের কত আপন,
সেটা ভেবে দেখিস তো মন।
গাছ আমাদের জীবনে অনেক উপকারী
তার ভেষজ গুণ তাই অনেক কার্যকরী।
গাছ আমাদের ফুল দেয়, ফল দেয়, প্রাণও দেয়
কিন্তু আমাদের সমাজের মানুষ গাছকে শুধু ব্যথাই দেয়।
অর্থেরলোভে তোরা গাছকে ফেলিস মেরে,
তোদেরও কেউ মারবে এমন অত্যাচার করে।

‘Chicken - Electricity’: Transformation of Chicken Feathers into Clean Electricity: An overview of an emerging research

Dr. Sadhan Pramanik
Associate Professor, Department of Chemistry

Introduction:

Energy is the driving force of modern civilization. Production, distribution and proper utilization of energy regulates the scientific, techno economical, industrial, socio economical advancement of a country. Demand of energy is increasing with a demand of further development and well-being of the global human society. Sometimes this increasing demand leads to scarcity of energy round the globe. This is because the production of energy still depends on the non renewable sources in large number of countries. Problems related pollution and hazards arising out of these fossil fuels are taught in school level text books today. Developed countries of west are engaged in production of atomic electricity and often atomic energy is claimed to be green energy. But we cannot neglect historic Chernobyl disaster associated with nuclear power plant. The natural renewable sources of energy are also being exploited to produce electricity by dint of modern technologies.

‘Chicken Electricity’ a way of energy production through solid waste management

Although these natural sources are going to be the most popular and techno economically viable sources of electricity production in near future, some problems are also associated with them. Such as, solar electricity production in large scale cannot be expected in Scandinavian countries in winter months or windmills cannot be operated around populous cities like Tokyo or New York. Research is always in progress in search of alternative sources of energy. As a consequence of this ceaseless research, a group of researchers have focused on a fascinating source for production of electricity.

Chicken is the most popular non vegetarian food item round the globe and is rich source of protein. According to a report of National Chicken Council, USA In 2021, around 132.3 million tons of poultry meat were consumed worldwide, making it the most consumed type of meat globally. At the same time the Poultry industry generates vast poultry-related waste, with 40 million tonnes of chicken feathers incinerated yearly. A group of researchers at ETH Zurich and NTU

Singapore have developed an eco-friendly method to extract keratin from feathers, transforming it into amyloid fibrils [1]. These keratin fibrils are incorporated into fuel cell membranes, enabling clean electricity generation. This article is going to provide a bird's eye view on this fascinating topic of modish but futuristic research.

Basic Science behind electricity production from chicken feathers

Researchers at ETH Zurich and Nanyang Technological University Singapore (NTU) have now found a way to put these feathers to good use. Using a simple and environmentally friendly process, they extract the protein keratin from the feathers and convert it into ultra-fine fibres known as amyloid fibrils. These keratin fibrils go on to be used in the membrane of a fuel cell. Fuel cells generate CO2-free electricity from hydrogen and oxygen, releasing only heat and water. They could play an important role as a sustainable energy source in the future. At the heart of every fuel cell lies a semi permeable membrane. It allows protons to pass through but blocks electrons, forcing them to flow through an external circuit from the negatively charged anode to the positively charged cathode, thereby producing an electric current.

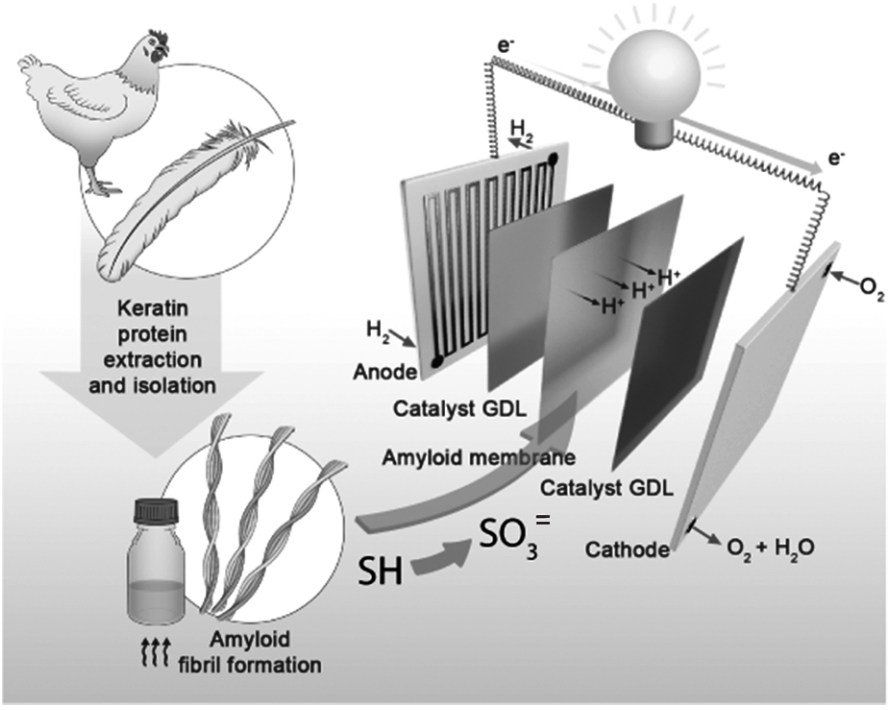

Graphics showing the generation of electrically from chicken feathers.
Graphic Courtesy of ETH Zurich / NTU

Epilogue

Electricity from chicken feathers: futuristic point of view in achievability

While the research has provided promising results, further investigations are necessary to determine the long-term durability of the keratin membranes in realistic applications. All the technical challenges are crucial for transitioning from laboratory success to full-scale commercial viability and should be addressed properly.

The team, driven by the potential global impact of their discovery, has filed a joint patent for the keratin-based membrane technology. They are actively seeking partnerships with investors and forward-thinking companies willing to join their quest in pioneering a cleaner, sustainable energy future. This collaboration will be essential for refining the technology, scaling up production and eventually introducing these innovative fuel cells to the market.

In transforming poultry waste into an opportunity, the researchers are not only proposing a sustainable form of energy production; they are reimagining global resources management and setting the stage for a more sustainable industrial future.

Biblography

Soon WL, Peydayesh M, de Wild T, Donat F, Saran R, Miiller CR, Gubler L, Mezzenga R, Miserez A: Renewable Energy from Livestock Waste Valorization: Amyloid-Based Feather Keratin Fuel Cells. ACS Appl. Mater. Interfaces, September 26, 2023, doi: external page10.1021

Keratin fragments, particularly from the breakdown of keratinocytes (skin cells), can aggregate into amyloid fibrils, especially when certain factors like the presence of other proteins like fibulin-4 are involved.

তোমার হাসির ছোঁয়ায়

সুপর্ণা বিশ্বাস
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

সুজয় আর পর্ণা একই ক্লাসে পড়ে। দুজনেই বেশ চুপচাপ, কিন্তু সুজয় প্রায়ই পর্ণাকে দূর থেকে দেখত আর ভাবত - 'এই মেয়ের হাসি যেন পুরো দুনিয়াটাকে আলোকিত করে দেয়।'

একদিন টিফিনের সময় পর্ণা বুঝতে পারল, তার ছাতাটা ভেঙে গেছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে আর বাড়ি ফিরতে হলে তাকে পুরো ভিজে যেতে হবে। সে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সুজয় পর্ণাকে দেখে অনেক সাহস করে পর্ণার কাছে গিয়ে বলল 'তুমি ছাতা আনোনি?' পর্ণা একটু লাজুক হেসে বলল, ''এনেছি, তবে এটা কোন কাজ করছে না।''

সুজয় একটু হেসে বলল, 'তাহলে আজ থেকে এটাকে রিটায়ারমেন্ট দিয়ে দাও। আমার ছাতায় চলো, আমি তোমাকে বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি।'

পর্ণা একটু অবাক হয়ে বলল, ''তোমার ছাতা এত ছোট্ট! দুজনের কীভাবে জায়গা হবে?'' সুজয় একটু মুচকি হেসে বলল, ''আমরা একটু কাছাকাছি দাঁড়ালেই জায়গা হয়ে যাবে। আমার ছাতাটা বৃষ্টি আটকাতে পারুক না পারুক, তোমাকে ভিজতে দেবো না।''

পর্ণা হালকা হেসে সুজয়ের দিকে তাকাল, আর কিছু না বলে ছাতার নীচে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হাঁটতে হাঁটতে পর্ণা লক্ষ্য করল, সুজয় তার ছাতাটা তার দিকে একটু বেশী ধরে রেখেছে, যার ফলে সে নিজে ভিজে যাচ্ছে। পর্ণা মৃদু গলায় বলল, ''তুমি নিজে এত ভিজে যাচ্ছ, কিছু মনে করছ না?'' সুজয় চোখ নামিয়ে হাসল। তারপর বলল, ''তোমাকে তো আর ভিজতে দিতে পারি না। তুমি যদি অসুস্থ হয়ে যাও, তবে তোমার এই মিষ্টি মিষ্টি হাসিটা দেখব কী করে?''

পর্ণা সুজয়কে এক মুহূর্ত অবাক হয়ে দেখল। এতদিনে সে বুঝতেই পারেনি, ছেলেটা তার হাসিকে এত গুরুত্ব দেয়।

সেদিনের পর থেকে তাদের বন্ধুত্ব যেন অন্য মাত্রা পেল।

একদিন অফ পিরিয়ডে স্কুলের বাগানে বসে পর্ণা আলতো হেসে সুজয়কে বলে, ''তুমি জানো, আমার প্রিয় ঋতু কোনটা?'' সুজয় একটু ভেবে বলল, 'গ্রীষ্ম'? পর্ণা হাসি চেপে বলল, '' না বর্ষা, কারণ বর্ষাকাল যেন চারপাশকে সবসময় নতুন করে সাজিয়ে দেয়।''

সুজয় পর্ণার চোখে চোখে রেখে হালকা হেসে বলল, ''আমারও বর্ষাকাল খুব প্রিয়। কারণ বর্ষার একদিনই আমাকে তোমার এত কাছে আসার সুযোগ করে দিয়েছিল।''

বৃষ্টির নরম সুরের মাঝখানে সুজয় আর পর্ণার হাসি যেন পুরো আকাশটাকেই রঙিন করে তুলল।

Trip to Ghatshila

Swastika Mallick
English (Hons), Semester-VI

The allotted work-load was over after a hectic week. So I planned for a long-awaited holiday trip to Ghatshila. It was long-awaited as it is one of the easiest tourist destinations from Howrah. We started our journey to Ghatshila on a Wednesday morning of 13th November 2024 by 6:35 o'clock from Howrah by Ispat Express and we reached to Ghatshila at 10 o'clock in the morning. We previously booked rooms in Ramkrishna Mission which is 10 minutes distance from station by auto. On that day after our lunch we started to visit some sightseeing places.

The first destination was Ratmohana. It is located at the bank of Subarnarekha river. Here I witnessed a wonderful waterfall and nice view of Subarnarekha river. Secondly we visit Sidheswar hill, lord Sidheswar Shiva's dwelling place at the top of the hill. Treking in this hill is very difficult. Next we visit Galudihdam, it is about 10 kms. distant from the town. The dam along with surrounding hills makes a pristine beauty. After that we visit Maa Rukmini temple andVaishnodevi temple. Then we came back to Ramkrishna Mission in the evening when divine prayer was held which gave us much peace. We had our dinner in mission at 8;30 pm.

In the next day, 14th November after having our breakfast at 8'o clock we started to visit other spots. On that day our first destination was Phuldungritilla, a small hillock just outside the town. Here BidhutibhusanBandopadhaya wrote his maximum novels. Secondly we visited Burudih Lake. This was a beautiful place. Next we visit Dharagiri falls. It was deep inside the forest and this was the best place I had found during our Ghatshila tour. Fourthly we visit Chirakut hill, a beautiful natural view was seen from top of the hill. Lastly we visit Gourikunjo, it used to be the home of great writer Bidhutibhusan Bandopadhaya, here he lived last 18 years of his life.

Here I end our beautiful tour of Ghatshila and I enjoyed this tour very much. Next day we returned to Kolkata.

আলাপ

হোসনা খাতুন
ইংরেজী অনার্স, পঞ্চম সেমিস্টার

ভাঙা ঢেউ এগিয়ে আসে, দাঁড়িয়ে দেখি নদীর কূলে
আবছা ছায়া পড়ল এসে, শান্ত নদীর স্বচ্ছ জলে।

ঘন কালো মেঘের মতো, চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে
হাঁটুর নীচে লুটিয়ে পড়ে, কোমরখানি ছাড়িয়ে।

নদীর কুলকুল শব্দে, মন যে ওঠে মেতে
বাতাস- ছোঁয়ায় শরীর যেন উঠল হঠাৎ কেঁপে

আকাশি-নয়ন নিয়ে, কলস ডুবিয়ে জল তুলল কাঁখে
শাড়ীর পার ভিজিয়ে নিয়ে, জল-ঢেউয়ের ফাঁকে।

নয়ন তুলে ওপার থেকে দেখল সে আমারে
উঠল বলে, 'দাঁড়ায়ে কেন'? নদীর ওই ওপারে।

বললাম তারে– নদীর কুলুকুলু স্বর, শোনার তরে
প্রকৃতি দিচ্ছে জানান, তাই দাঁড়িয়ে নদীর দ্বারে।

বললাম হেসে, 'প্রকৃতির রূপ কে করে লক্ষ্য?'
বিধাতার সৃষ্টিতে যেন বহু কালের সখ্য।

সাঁঝ আসে নেমে, সূর্য্যি ডোবে পাহাড় ঘেঁষে
সময় পেরিয়ে আবার দেখা, হবে দিনের শেষে।

নামটা বড় নয়

দিয়া দে
মেজর বাংলা, তৃতীয় সেমিস্টার

'আদর করে তোমরা আমার
নাম রেখেছো পুকু,
ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! রুচির বালাই
নেই কি এতটুকু?'
বললো মাকে খুকু,
নামটা এমন শুনেই কেমন
লাগে বোকা বোকা।
'এই তো সেদিন বললো হেসে
পাশের বাড়ির লোকে
পুকু মানেই পোকা
রুমকি রুমা, ঝুমকি ঝুমা,
নামের কত বাহার
এমন একটা নামও মনে
পড়লো না মা তোমার।
'বকবিনা তুই, একদম আর'
মা আমারে কয়,
'মানুষ কেমন, গুণেই তো তার
আসল পরিচয়,
নামটা বড় নয়।।'

ঝরাপাতার প্রতি

ড: শুচিস্মিতা ঘোষ হাজরা
অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ

আমরা আজ ঝরাপাতা
আছে আমাদের গোপন মর্মব্যথা
অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে
ক্রন্দন ঘোষিত হয় আমাদের বিচূর্ণ
শুষ্ক শিরাউপশিরাতে।

গত বসন্তের আগমনে
আমরা ছিলাম মুকুলিত
কোকিলের ডাকে, আম্রমুকুলের সৌরভে
হয়েছিলাম পুলকিত।
ধীরে ধীরে ভীরুভাবে
উন্মোচিত হয়েছিলাম
সবুজ পাতাতে।
কত বিহঙ্গ এসে বসত
গাছের শাখাপ্রশাখাতে
গর্বিত হতাম আমরা
তাদের কলকাকলিতে।

নববর্ষার আগমনে হয়েছিলাম পুলকিত
বৃষ্টির স্পর্শে হতাম তখন
সিঞ্চিত পুলকিত।
শীতের আবাহনে
হয়েছিলাম শিহরিত
অবশেষে হলাম আমরা ভূলুণ্ঠিত।

আবার এসেছে বসন্ত
কিন্তু আমরা হয়েছি রিক্ত।
বৃক্ষপানে তাকিয়ে দেখি
শুধু সবুজপাতার জয়গান
আমাদের কি কোনকালে
ছিল না কোন অবদান?
এটাই যে আমাদের
পরম অভিমান।

দুঃখ করোনা ঝরাপাতা
মানুষের ও আছে অনেক ব্যথা।
বৃক্ষমাতার কোলে মুকুলিত অবস্থায়
তুমি যেমন হয়েছিলে আনন্দে পুলকিত।
শৈশবে পিতা-মাতার স্নেহছায়ায়
আমিও তেমনি হয়েছিলাম পরম আদরে লালিত।

বসন্তের সমাগমে তুমি যেমন হয়েছিলে পূর্ণ
যৌবনের ভরা লগ্নে আমিও ছিলাম
তেমনি পরিপূর্ণ
পুত্র, পরিবারে যৌবনে ছিলাম আমি সম্পৃক্ত
তবু বার্দ্ধক্যের প্রান্তে এসে আজ
আমি অসহায়, রিক্ত।

এটাই 'জীবনের ধর্ম' ঝরাপাতা
অতীতের সেখানে থাকেনা কোন মূল্যগাথা।
নূতনকে করে দিতে স্থান
প্রাচীনকে হতে হয় ম্লান।
এটাই জীবনের দর্শন ঝরাপাতা
ঋতুরঙ্গে বারেবারে প্রকৃতি
ঘোষণা করে এই বার্তা।।

Culinary Diplomacy and India: Present dynamics and challenges

Dr. Sanchita Chakrabarti
Assistant Professor, Department of Political Science

The concept of power in International Relations is often understood as the conventional use of hard power like nuclear weapons, space power, military technology where many other aspects go unreported. In the 1980s political scientist Joseph Nye introduced the concept of soft power in international relations which refers to the ability of a country to influence the behaviour of other nations through persuasion rather than force or coercion. Soft power components like culture, values, and ideology are found to be equally effective like military or economic measures. It aims to build positive relationships and create a favourable image of a country, which can lead to greater influence in international affairs and ultimately promote the country's interests.

In contemporary international politics, culinary diplomacy has become essential for enhancing a country's soft power. It plays a pivotal role as countries have realized that the potential of culinary traditions can contribute to diplomacy beyond conventional political challenges. It creates a diverse relation between cuisine, politics, and power. Culinary diplomacy denotes the use of food as a diplomatic mechanism for international engagement. Foods and cuisines have been used as tools to foster cross-cultural understanding with the goal of promoting international interactions and collaboration. Countries have used it to export culinary heritage and products as a part of diplomacy and generate goodwill. Public diplomacy specialist Paul Rockower describes it as 'winning hearts and minds through stomachs'. The roots of culinary diplomacy can be traced back to ancient times which involved the exchange of spices, food customs and cooking skills which facilitated trade and cultural exchanges. Aristotle in his book 'Politics' spoke of how in the 4th century BC Greek city states ambassadors engaged in social eating as a means to ensure harmony before getting to hard talk. The importance of developing culinary diplomacy can have several benefits for a country. Firstly since culinary diplomacy is a part of cultural heritage, by promoting food a country can showcase its cultural identity and bring forward its uniqueness. Secondly, it can enhance trade and tourism of a country. Food can help attract tourists and exporting food items can enhance trade and business. Lastly,

sharing food has the potential to foster long term relationships and can be an effective instrument for building mutual understanding.

India has been using its cuisine, as a part of its culinary diplomacy, which has helped to strengthen India's soft power on a worldwide scale. Indian cuisine has earned tremendous popularity because of its unique flavors, spices, and food preparation techniques, as well as its reputation for being healthy and nutritious. Notably South Indian cuisine, Gujrati cuisine, Punjabi cuisine, street food from various places in India and Indian sweets cater to different tastes and preferences and have a huge appeal across continents. Apart from its rich taste and variety, the popularity of Indian cuisine can be credited to the rise of Indian diaspora in different parts of the world and the campaigning of Indian cuisine by the Indian government as part of culinary diplomacy. Indian Government has taken several initiatives to use culinary diplomacy as a mechanism of soft power.

- Indian leaders host foreign dignitaries with authentic Indian dishes which showcase the diversity of Indian cuisines.
- Indian cuisines alignment with Ayurveda and Yoga draws attention to wellness and how food can develop holistic living.
- Culinary diplomacy is leveraged through the use of vegetarian foods in international forums which champion the cause of Gandhian philosophy of non-violence as a practice.
- Events like 'World Food India' facilitates partnership between Indian and foreign investors and collaborate on various aspects of the food industry from retail, food processing, technology transfer in the global food chain.

Culinary diplomacy comes with its own challenges. Indian cuisine faces tough competition from various other cuisines like Italian, Chinese and Mexican. These cuisines have made their presence felt at the global level and therefore Indian chefs and restaurateurs need to focus on innovation. Although Indian spices like turmeric, cardamom and cumin have made their presence felt in international kitchens, other Indian spices and ingredients needs to be popularized like their international counterparts like oregano, rosemary jalapeno etc. Indian food is sometime stereotyped as overly spicy or oily and this challenge can be addressed by showcasing their health benefits. In conclusion, it can be said that over the ages food has been a universal connector and can help foster dialogue, understanding, and friendship on the international stage. Indian cuisine with its vibrant flavours

offers an opportunity to reinforce India's rich cultural heritage, enhance its global image and also deepen its cultural ties with the world.

References

- Srinivas, J. (2019). Modi's Cultural Diplomacy and Role of Indian Diaspora. Central European Journal of International & Security Studies. 13(2).
- Luga, D., & Jake§evie, R. (2017). The role of food in diplomacy: Communicating and "winning hearts and minds" through food. Media Studies, 8(16).
- Pratap, B. (2015). India's Cultural Diplomacy: Present Dynamics, Challenges And Future Prospects. International journal of arts, humanities and management studies. 1(9). 55-65.
- Chapple-Sokol, S. (2013). Culinary diplomacy: Breaking bread to win hearts and minds. The Hague Journal of Diplomacy, 8(2), 161-183.
- Bhatt, A. The culinary diplomacy: Enhancing India's soft power.

ডাক্তার কি ভগবান ?

সংযুক্তা চ্যাটার্জী
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

রিপোর্টটা দেখে চমকে উঠলেন ডাক্তারবাবু। এমন কেস তিনি আগে কখনো দেখেননি। তার মুখ থমথমে দেখে কৃত্তিকা জিজ্ঞেস করল,

''কি হয়েছে ডাক্তারবাবু ? এনি প্রবলেম ? আমার বাচ্চা দুটো সুস্থ আছে তো ?''

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনি কি কোনোদিনও কোনোভাবে পড়ে গিয়েছিলেন ?''

''কই না তো !'' অবাক হয়ে উত্তর দিল কৃত্তিকা।

''তাহলে এমন কেন হল ?''

''ভেরি আনফরচুনেট।''

''কেন ডাক্তারবাবু, কি হয়েছে ?''

''আসলে, একটা বাচ্চা ঠিক আছে, কিন্তু আর একটা মরে গেছে। এরকম কেস খুব একটা দেখা যায় না। বেশিরভাগ সময়ই একটা বাচ্চা মারা গেলে অন্যটা তার সাথেই বেরিয়ে আসে। কিন্তু আপনার অন্য বাচ্চাটি এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ।''

কৃত্তিকা আর কিছু বলতে পারল না। তার চোখে জল এলো, কিন্তু সে কাঁদতেও পারল না। ডাক্তারবাবু বললেন, ''দেখুন, আমার হাতে তো সব কিছু নেই। আমার ওপরে যে সর্বশক্তিমান আছেন, তার কাছে প্রার্থনা করুন। আপনি আপনার অন্য বাচ্চাটিকে ঠিক পাবেন। তাকে এখন ভালো রাখার চেষ্টা করুন।''

জাস্ট পাঁচটা মাস হয়েছিল। এর মধ্যেই বাচ্চা দুটোকে কত ভালোবেসে ফেলেছিল কৃত্তিকা। অপেক্ষা করছিল সেই মুহূর্তের, যেদিন তার ছোট্ট সোনারা তাকে 'মা' বলে ডাকবে। কিন্তু এরকম একটা ব্যাপার হবে সে কি ভেবেছিল ? না ভাবেনি। কেউ কোনদিন ভাবতেও পারবে না।

প্রথম যেদিন সে জানতে পেরেছিল যে সে যমজ সন্তানের মা হতে চলেছে, তখন তার আনন্দের শেষ ছিল না। দু চোখে ছিল অনেক স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেল ! তার কি কোনো দোষ ছিল ? এইসব ভাবতে ভাবতে সে বাড়ি ফিরল।

কয়েকদিন হলো বাপের বাড়ি চলে এসেছে সে। আর বেশ কিছুদিন এখানেই থাকবে। অন্তত যতদিন না তার বাচ্চা হচ্ছে, ততদিন। বাপের বাড়িতে ফিরে সে এক প্রকার বেঁচেই গেছে। বাব্বা শ্বশুরবাড়িতে তাকে যা কাজ করাতো ! যত সমস্ত ভারী ভারী কাজ। তাছাড়া ঠিক করে খেতেও পেত না সে। যখন তার খুব খিদে পেত এবং কিছু না পেয়ে সে যখন শুধু সাদা ভাত খেত, তখন তাকে দেখে তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা কেমন হাসাহাসি করত।

''বাব্বা ! এত কেউ খায় ! মাছ নয়, মাংস নয়, তাও আবার শুধু সাদা ভাত !''

বাড়ির অন্য বউদের টিটকিরিটা এখনো মনে পড়ে তার।

ডাক্তারবাবু তাকে পই পই করে বলে দিয়েছেন,

''একদম কিন্তু বেড রেস্টে থাকবেন।''

কিন্তু এরকম হলে কি সে মানতে পারে? তাকে দিয়েই কিনা তার শ্বশুরমশাই বাজারের ভারী ভারী ব্যাগ বওয়াতেন। আর যদি আসতে একটু দেরি হয়ে যেত তাহলে সেই ব্যাগ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন তিনি। রাত্রি বারোটার সময় কিনা তার দেওর তাকে বলতো,

''বৌদি চা দাও তো।''

বাড়ির কাজের লোক তো প্রায়ই ডুব দিত, আর তখন সব কাজের ভার গিয়ে পড়তো বেচারি কৃত্তিকার উপর। আর তার স্বামী! সে তো তার সঙ্গে কথাই বলতো না।

সারাটা দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে অবশেষে যখন সে বিছানায় গিয়ে এলিয়ে পড়তো, তখন তার চোখের জলে বালিশ ভিজে একাকার হয়ে যেত। আর যখন দু চোখের পাতা এক হয়ে যেত আর স্বপ্ন দেখতো যে পরের দিনটা হয়তো ভালো কাটবে, ঠিক তখনই সকাল হয়ে যেত। ওর শ্বশুরমশাই প্রায়ই ধাক্কা মেরে ওকে ওঠাতেন। আর বলতেন, ''কৃত্তিকা উঠে পড়ো, অনেক কাজ বাকি আছে তোমার।''

তার শাশুড়ির তো ধারণাই ছিল যে বেশি কাজ করালে সিজারিয়ান ডেলিভারি করাতে হবে না, নরমাল ডেলিভারিই হয়ে যাবে। তাই পয়সা বাঁচাতে আরো বেশি বেশি করে কাজ করতে দিত তাকে। এত কষ্ট কি আর সয়? কিন্তু কাউকে কি বলতে পারবে কৃত্তিকা, যে কেন তার একটা বাচ্চা এইভাবে চলে গেছে? বললে কি কেউ তাকে বিশ্বাস করবে? করলেও তাকে আবার সেখানেই ফিরে যেতে হবে। বিয়ের পর তো মেয়েদের শ্বশুরবাড়িটাই আসল বাড়ি, তাই না?

রোজ বাঁ কাত করে শুতে হতো কৃত্তিকাকে। ডাক্তারবাবুর তাই নির্দেশ ছিল। তার বাবা তার জন্য ভালো ভালো খাবার এনে দিত, যা সে কোনোদিনও তার শ্বশুরবাড়িতে পায়নি। এমনকি বাচ্চা হওয়ার আগে তো সাধ দিতে হয়, সেটা পর্যন্ত না।

''আগে ওই বাড়ি দিয়ে দিক, তারপর আমরা দেব খন।''

এটাই বলেছিল কৃত্তিকার মা।

তার ধারণাটাই ছিল না যে কোন শ্বশুরবাড়ি তাদের বাড়ির বউয়ের সাথে এমন করতে পারে।

- এর মধ্যে প্রায় দু দুটো মাস কেটে গেছে। এখন বেশিরভাগ সময়টাই বিছানায় কাটাতে হচ্ছিল কৃত্তিকাকে। আর প্রায়শই ডাক্তারের কাছে চেকআপ করাতে যেতে হতো। ডাক্তারবাবু তাকে ডেট দিয়েছিলেন, ফার্স্ট অথবা সেকেন্ড নভেম্বর। তবে মানুষ যা আশা করে তা সব সময় হয় কি?

বাবার সাথে বেরিয়ে পড়ল কৃত্তিকা। দিনটা ৯ই অক্টোবর। পুজোর ঠিক কটা দিন আগেকার কথা, তাই রাস্তাঘাটে বেশ ভিড়। সবার মনে কত আনন্দ, কিন্তু কৃত্তিকার মনে যেন দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে। বাচ্চাটা ঠিকঠাক হবে তো?

''একি! আপনার বাচ্চার তো পালস রেট কমে যাচ্ছে! না না, রিস্ক না নেওয়াই ভালো। ইমিডিয়েট্‌লি অপারেশন করতে হবে।''

চিন্তিত মুখে বললেন ডাক্তারবাবু।

''অপারেশন ! কিন্তু আমি তো একেবারেই রেডি নই ! খেয়েও এসেছি, কোনো অসুবিধা হবে না তো ডাক্তারবাবু ?''

চিন্তিত মুখে বললো কৃত্তিকা।

''না না, কোন অসুবিধা নেই, আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যাডমিট্ হন।''

ওখানকার কাছাকাছি মেডিকেয়ার নার্সিংহোমে ভর্তি হলো সে। খুব ভয় করছে তার। এর মধ্যে বাড়িতে খবর পাঠানো হয়ে গেছে। বাড়িতে শুধু তার মা ছিল। সে ছুটে এসেছে। কৃত্তিকার স্বামীকেও খবর পাঠানো হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো চলে আসবে।

''হে ভগবান, সব যেন ভালোয় ভালোয় মিটে যায়।'' বারবার ভগবানকে ডাকতে থাকে কৃত্তিকার মা। তার চোখে মুখে দুশ্চিন্তা আর অস্থিরতার চিহ্ন স্পষ্ট।

ওদিকে কৃত্তিকাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নরমালি অপারেশনের জায়গাটা শুধু অবশ করা হয়। তবে যেহেতু এটা ক্রিটিকাল কেস, তাই ডাক্তারবাবুরা স্থির করলেন, অজ্ঞান করাটাই বেটার হবে। ইতোমধ্যেই কৃত্তিকার স্বামী এসে গেছে। বাড়িতে এত লোক থাকা সত্ত্বেও আর কেউ আসার সময়ই পায়নি।

কৃত্তিকাকে ইনজেকশন দেওয়া হল ! তার আস্তে আস্তে সারা শরীর অবশ হয়ে গেল, দুচোখ ঘুমে ঢলে পড়ল। ডাক্তারবাবু সার্জারি করে দুটো বাচ্চাকে বের করল। একটা জীবিত, আর একটা সম্পূর্ণ মাংসের পিন্ডতে পরিণত হয়েছে। সেটাকে ফেলে দেওয়া হলো। বাচ্চাটাকে বের করতেই সে ভয়ানক জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করল।

''বাপরে বাপ ! এইটুকু বাচ্চার এত গলার জোর !''

সবাই অবাক হয়ে গেল।

আস্তে আস্তে কৃত্তিকার জ্ঞান ফিরে এলো। চোখ খুলে সে দেখলে সবাই বাচ্চাটাকে কোলে নিচ্ছে। সে এমন বাচ্চা কোনদিনও দেখেনি। এত ছোট গোল মতো মাথা। বাচ্চাটাকে তার কোলে দিয়ে দেওয়া হলো। এবার ওকে খাওয়াতে হবে।

''কি জানি, এত ছোট বাচ্চা। ও দুধ টানতে পারবে তো ?''

দুশ্চিন্তা হচ্ছিল কৃত্তিকার।

ও ওকে বুকের কাছে ধরল। আর যেই না ধরা, অমনি

''চুক চুক চুক চুক চুক চুক'' শব্দ করে বাচ্চাটা দুধ টানতে লাগলো, বেশ জোরে জোরেই টানতে লাগলো।

''এরকমও হয় !''

অবাক হয়ে গেল কৃত্তিকা।

তার মনে যেন এবার শান্তি এলো। তার ছোট্ট সোনাটাকে পেয়েছে সে। এবার সে তাকে নিয়েই বাঁচবে।

''আপনার মেয়ে বড় হয়ে খুব সুন্দর হবে। চোখের পাতাগুলো দেখুন, কি বড় বড় !''

পাশে থাকা নার্স বলল।

কথাটা শুনে কৃত্তিকা একটু হাসলো।

সে পরে দেখা যাবে। তবে ও যেন বড় হয়ে ভালো মানুষ হয়।

কৃত্তিকার মনে হলো,

''আজ যদি ডাক্তারবাবু না থাকতেন, হয়তো আমি আমার সোনাটাকে পেতামই না। ডাক্তার সত্যিই ভগবান।''

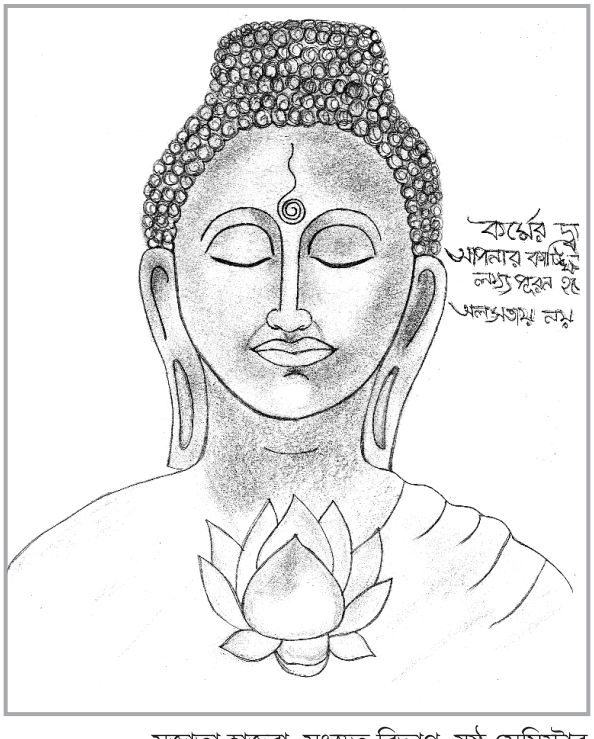

সুজাতা হাজরা, সংস্কৃত বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার

Women Empowerment and Gender Equality : A Thought

Dr. Debabrata Adhikary
Assistant Professor, Department of English

While we talk of women empowerment and gender equality today, we have to take note of certain things / facts / presuppositions instead of maintaining conventional, any hackneyed, cliche concept of woman's oppression/ subjugation. Of course there is a history of woman's oppression and whenever we talk about women empowerment or gender equality, we will have to consider/ include / take note of that. Because, without that women empowerment / gender equality cannot be discussed in true spirit. The movement which was pioneered, and the fight for women's cause, which was championed by various authors like Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Elaine Showalter, Mary Wollstonecraft etc. through their several notable works, portray an authentic picture of woman's oppression about how women were marginalised, outcasted, eliminated and wiped out from the picture by the mainstream 'patriarchal society'. And that patriarchal oppression surprisingly often included not only the oppression of the husband / spouse (on the wife) but also that of the parents (over their daughter) in several measures. As we can get to know from the famous British writer Virginia Woolf's epoch- making 1929 book 'A Room of one's own : "I went, therefore, to the shelf where the histories stand and took down one of the latest, Professor Trevelyan's History of England. Once more I looked up women, found "position of" and turned to the pages indicated. "Wife –beating", I read, "was a recognised right of man, and was practiced without shame by high as well as low... Similarly," the historian goes on, "the daughter who refused to marry the gentleman of her parents' choice was liable to be locked up, beaten and flung about the room, without any shock being inflicted on public opinion". (A Room of One's own', Virginia Woolf, page 46-47) And, one gets shocked to find the wretched condition of the famous Elizabethan dramatist William Shakespeare's sister, had he had any, as compared to that of his own situation, through the writings of Woolf : "Meanwhile his extraordinarily gifted sister, let us suppose, remained at home, she was as adventurous, as imaginative, as agog to see the world as he was. But she was not sent to school. She had no chance of learning grammar and logic, let alone of reading Horace and Virgil. She picked up a book now and then, one of her brother's perhaps, and read a few pages. But then her parents came in and told her to mend the stockings or mind the stew and not moon about with books and papers. They would have spoken sharply but kindly, for they were substantial people who knew the conditions of life

for a woman and loved their daughter – indeed, more likely, than not she was the apple of her father's eye. Perhaps she scribbled some pages up in an apple loft on the sly, but was careful to hide them or set fire to them. Soon, however, before she was out of her teens, she was to be betrothed to the son of a neighbouring wool stapler".(A room of one's own, Woolf, pg-51)

The facts of women's oppression were presented in an Indianized way in the noted Indian author and poet Kamala Das's, 'Ente Katha' or 'My Story' (an autobiographical book), where we can get to see how much the skin complexion and outlook of a girl become crucial to make her a sellable commodity in the potential marriage market, lacking which the girl / woman may easily miss out many golden opportunities :

"My grandmother was worried about the duskiness of my skin and rubbed raw turmeric on Tuesdays and Fridays all over my body before the oilbath. She oiled my hair and washed it carefully with a viscid shampoo made out of the tender leaves of the hileiscus. It was fashionable then to have curly hair and naturally she took pride in showing it off to our relatives who praised my thick tresses but mumbled unkind things about my colour. I remember going to our cook in the afternoon and asking him secretly if I were really ugly." (My Story, Kamala Das, Pg-37-38)

So much for building the theoretical premise and the historical background of women empowerment and woman's oppression in the society. However, there happens a major a big shift when we talk of women empowerment / gender equality / Feminism today in current times as we need to include / incorporate the 'changed', 'empowered' state of women in society, and, in general. The time has arrived when we cannot all the time afford to be benignly complacent by merely citing and quoting the French existentialist philosopher, writer and feminist activist Simon de Beauvoir's 'The Second Sex' (1949), to explain feminism because the time has changed, and so has changed the status of woman in society; which has become more 'visible', 'prominent' and conspicuous today everywhere. Naturally what a Virginia Woolf or Simone de Beauvoir, or, much later a Kamala Das wrote or talked about the condition of woman at their times, cannot be applicable anymore. As is rightly pointed out by Dr. Twinkle Suri, Dean, Faculty of arts, Students Welfare, Cluster University Jammu in an interview given to 'Young Bites' on 'Women Empowerment' that today's women are already empowered :

"Hum Kaafi empowered hogaye hain..(we, the women have got much empowered today). Empowerment comes with self knowledge. There is no magic want / demand that can empower you.

.....All girls should be educated. Padhai bahut jaroori hai (Education is really important). Pehle aur ab mein bohot farak hain (There is a lot of difference between the earlier times and now)..... it is not a rat race trying to complete with men. I always feel that men and women complement each other. Dono ko ek dusre ki Sath ki jarurat hoti hai (Both men and women need each other to make the society progressive)" [http://www.facebook.com/youngbites official page / videos / women-empowerment-dr-twinkle-dean]

And, most importantly, if one woman becomes empowered, educated, then it is her rightful duty to pass that torchlight of education and awareness to other women (for, if a woman becomes self-aware, then she also becomes aware of the society as a whole, and what role is expected of her therein), to pull them up from the penumbra of darkness, to lift them in the process of climbing/ escalating herself. And, we have to admit that that is quite a daunting/ arduous task to do; given the heterogeneity/ plurality /multiplicity of the Indian languages, regions, cultures, castes and religions. So, how to promote a homogeneous notion of woman education and empowerment across India? But, if we fail to achieve this mission, the real task of gender equality will go in vain, and, 'woman empowerment' will nearly become a catchword in the educated, elite coterie (as it is happening mostly nowadays) living a large chunk of woman population outside the purview of empowerment. These women will not be able to know about their rights even. As is also echoed by the noted filmmaker and actress Aparna Sen in an interview given to 'India Today' regarding the heinous RG Kar incident last year that "the women who are privileged and empowered must stand up for other women who are not. It is very important to do that." (http://www.facebook.com/share/v/14dcupWDWM, India Today, Sexual crimes against women). Also, what is equality important in this context is to ensure the 'inclusion and participation' of men, as is pointed out by the woman's rights activist Brinda Adige in the same interview that, "we need to take in all man to stand. It is not just a women's battle. It is not just a group of women fighting...we want them to talk and speak up". And, if we keep aside such arguments like 'not all men are bad', or, 'not all men are rapist', or, 'women can be bad as well', then we can notice many men actively supporting and championing women's causes, just like in the recent R G Kar Medical College incident last year, where many men voluntarily came out to protest against that heinous crime by joining the 'Rat Dokhol' movement organised by women; and, by participating in the numerous candlelight processions organised. For, true oppression cannot be 'gender centric' and there are many men who are proclaimed 'feminists', including notable celebrities across the world like Abhay Deol, Farhan Akhtar, Chris Martin, Will Smith, Ashton Kutcher, Antonio Banderas, Daniel Craig, to name a few. So, we have to include men and their thinking while talking about women's right. And

if we say that 'patriarchy' is essentially an oppressive institution for women in society, then we must not forget that it is equally oppressing and burdensome for men as well, as it reduces men into mere money-earning machines / ATM Machines, who are not valued for any other quality than earning money. A man, in order to be a conforming male according to the patriarchal standards needs to be a 'macho', 'bony', 'aggressive', 'masculine', 'de- emotional' human being all the time; thereby reminding us of the famous dialogue of the 1985 Bollywood movie Mard, that "Jo mard hai use dard nahi hota memsaheb' ('That who is a male/man, does not feel any pain, madam...') A man is taught from his childhood onwords that 'he is not supposed to cry, cry like a girl', the burden of which he has to carry throughout his life. So, instead of vilifying men as some mischievous demons to be toppled, we have to include them, and share their opinions and thinking when we talk of gender equality today. And, only then, true women empowerment and gender equality will happen, and a progressive society can be formed where men and women will complement each other.

Works Cited.

- Das, Kamala. Ente Katha. Harper Collins, 1973. Print.
- Woolf, virginia. A Room of one's own. Avenel
- Sumi, Dr. Twinkle. Women Empowerment, Facebook. 30 December, 2019 Web.
- Sardesai, Rajdeep. 'How can we ensure woman safety'? Facebook, 23 Aug, 2024. Web.

  https://youtube/NHDt4uFoySg?si = tm Wtd20 x9S6BErmv.

পাহাড়ের কোলে

সঞ্চারী সাধু
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

স্বর্গের সৌন্দর্যের খোঁজ জানা নেই, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সৌন্দর্য হয়তো স্বর্গকেও হার মানাবে। উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার পরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলাম কাশ্মীর ভ্রমণের। এই কাশ্মীরের পাহাড়ের কোলে অবস্থিত একটি ছোট্ট শহর হল পাহালগাম। আর এখানেই পাহাড়ের মাঝে লুকিয়ে আছে এক বিস্তীর্ণ সবুজ উপত্যকা বৈসরন। এই বৈসরন আবার মিনি সুইজারল্যান্ড নামেও পরিচিত। আমাদের কাশ্মীর ভ্রমণের নবম দিনে গেছিলাম বৈসরন।

পাহালগাম শব্দটি এসেছে 'পুহেল' এবং 'গাওঁ' এই দুটি শব্দ থেকে। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রেও এই জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋষি কশ্যপের সঙ্গে পাহালগামের সম্পর্ক আছে। প্রাচীন মুনি ঋষিরা তাঁদের সাধানার জন্য নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ এবং লাবণ্যময়ী প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছিলেন। সেসব প্রাচীন যুগের কথা।

বৈসরন উপত্যকা নিয়ে মনের মধ্যে অনেক কল্পনার চিত্র চিত্রিত করেছিলাম। তবে বাস্তব যে কল্পনাকেও হার মানায় সেটা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। পাহালগাম থেকে সকাল সকাল তৈরি হয়ে লিডার্স নদীর শীতল হাওয়া গায়ে মেখে হোম স্টে থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম মিনি সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশ্যে। তবে গাড়ি সেখানে পৌঁছাতে অক্ষম। অশ্বারোহণ ছাড়া বৈসরন যাবার দ্বিতীয় উপায় নেই।

একরাশ উত্তেজনা নিয়ে আমার সঙ্গী একটি কালো ঘোড়ার পিঠে উঠে শুরু করলাম যাত্রা।

যত ঘোড়া উপরে উঠতে লাগলো পথের ভয়াবহতা ততই বাড়তে লাগলো। প্রকৃতি একদিকে যেমন অপরূপ সৌন্দর্য ঢেলে দিতে কার্পণ্য করে নি, তেমনি তার পদে পদে সাজিয়েছে ভয়ঙ্করকে ।

দেবদারু, পাইনের জঙ্গলে ঘেরা সরু রাস্তা ছোট বড় পাথরে ভর্তি। এক মুহূর্তের অসতর্কতার ফলে ঘটতে পারে যে কোন দুর্ঘটনা। কর্দমাক্ত রাস্তা পেরিয়ে বড় বড় শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে সেই রাস্তায় কি করে পথ খুঁজে এগিয়ে যাচ্ছিল আমার ঘোড়াটি সেটা আমার আশ্চর্য বোধ হয়। যখনই মনে হয়েছে আর বুঝি রাস্তা নেই এখানে যে জঙ্গল, সেখানে আমার সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত করে পাহাড়ের বাঁকে ঘোড়াটি খুঁজে নিয়েছে একটি সংকীর্ণ পথরেখা।

জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ আর শ্বেতশুভ্র শৈলশিখর। যেন এই পৃথিবীর থেকে বহু দূরে কোন অপার্থিব জগতের দিকে চলেছি আমি।

প্রায় এক ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে আমরা এসে পৌঁছালাম বৈসরন উপত্যকার প্রবেশদ্বারে। টিকিট কেটে সেখানে ঢুকে আমার চোখ সার্থক হলো। এখন অপার্থিব সৌন্দর্য যে জগতে থাকতে পারে সেই ধারণা আমার ছিল না। এত রূপ বুঝি প্রকৃতির? শুভ্র বরফাবৃত পর্বতে ঘেরা এক বিস্তীর্ণ শ্যামল উপত্যকা। ঠান্ডা বাতাস এসে ঝাপটা মারছে। দূরের পর্বতের শিখরে যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে শুভ্র মেঘমালা। এই সবুজের অন্ত নেই, এই সবুজ অনন্ত।

প্রকৃতি ঠিক যেন বাহু প্রসারিত করে আলিঙ্গন করছে আগন্তুককে। স্রষ্টার নিপুণ হাতে তিল তিল করে তৈরি হয়েছে এই শিল্পের। কোন নবযৌবনা কুমারী উজাড় করে দিয়েছে রূপ লাবণ্য। এই রূপ ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই।

ছোট্ট উপত্যকাকে ঘিরে আছে পাইন দেবদারু ওক উইলো গাছ। এই বৃক্ষরাজি যেন জীবন্ত প্রহরী। তারা যুগ যুগান্ত ধরে পাহারা দিচ্ছে প্রকৃতির এই ছোট্ট সৃষ্টিকে – সাথে বহন করেছে বহু ইতিহাস।

এই বৈসরন ভ্যালিতে অনেকটা সময় প্রকৃতির সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। ফেরার ইচ্ছা আমার ছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল যদি এখানেই থেকে যাই খুব মন্দ হবে কি?

প্রকৃতির এই রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। মনে মনে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা না করে পারি নি। বৈসরন ভ্যালির দৃশ্যপট আমার হৃদয়ের ক্যানভাসে চিরকাল অমলিন থাকবে। ব্যস্ত জীবনে ফিরে এসেও বার বার আমার মন হারিয়ে যায় সেই বিস্তীর্ণ শ্যামল শান্ত পর্বত বেষ্টিত উপত্যকার মাঝে।

Love in the time of semester

Ragini Thakur
English (Honours), Semester - VI

We met in the quad, on a sunny day
Our hearts collided, in a lovely way
Between classes and books, we'd steal a kiss
Our love blossoming like a campus wish

In the library's quiet, our eyes would meet
Our hearts beating faster, to a love so sweet
We'd study together, under the stars up high
Our love shining brighter, as we'd whisper by

From freshman year, to senior's Pride
Our love grew stronger, side by side
To all nighters, and morning dew
Our campus love story, forever true.

স্মৃতির অঞ্জলি

মঙ্গলা ঘোষ রায়
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ

১৯৯৫ থেকে ২০২০, টেনেটুনে ২৫ বছর যাঁর এই কলেজে (হুগলি উইমেন্স কলেজ) কর্ম পরিধি, খুবই সাধারণ অথচ অসাধারণ - সুলেখক, সুকবি, সুরসিক, জীবনের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই যাঁর অনায়াস দক্ষতা, আলাপচারিতায় সহজ ও অকপট, স্পষ্টবাদী, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে অবিচল - এই অধ্যাপক সম্পর্কে এরকম কিছু লিখতে হবে কোনদিন ভাবিনি। অতীব ছাত্রদরদী এই অধ্যাপক হচ্ছেন আমাদের অন্যতম সহকর্মী প্রয়াত অধ্যাপক শুভেন্দুবিকাশ অধিকারী, (ইংরেজি বিভাগ, মৃত্যু ৬/১/২০২০), যিনি কর্মরত অবস্থায় আকস্মিক ভাবে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর আগে শুভেন্দুর ভাষায় তাঁর 'গুরু' সুকান্ত (অধ্যাপক ড. সুকান্ত গাঙ্গুলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ) ২০১১ সালে প্রায় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত তাঁর পরিবার পরিজনদের ও আমাদের কোনরকম চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন এবং পরে ২০২৩ সালে আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম পিনাকী (ড. পিনাকীশঙ্কর চ্যাটার্জী) বেশ কিছুদিন শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত আমাদের ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। অবসরগ্রহণ বা অন্যত্র জয়েন করা এগুলো জীবন-জীবিকার অঙ্গ। কিন্তু আচমকা এই নির্মম আঘাতগুলো আমাদের কাছে খুবই বেদনাদায়ক। বাস্তবকে বড্ড এলোমেলো করে দেয়। পরিবার-পরিজনদের সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা থাকে না। সুকান্ত, শুভেন্দু ও পিনাকীর অকালপ্রয়াণে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। ভাবি, ঈশ্বরের শক্তির কাছে আমরা কত অসহায়।

''মন চল নিজ-নিকেতনে''-এটি ছিল যাঁর দর্শন, সেই তাঁকেই দেখেছি জীবনের জয়গানে সোচ্চার, তাঁর মধ্যে ছিল মৃত্যুকে জয় করার দৃঢ় অঙ্গীকার। কিন্তু কোথায় যেন সবকিছু গরমিল হয়ে যায়। আজকে শুভেন্দুর স্মরণে কিছু লিখতে গিয়ে প্রথমেই মনে হচ্ছে যেবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবকুটার সম্মেলন হয়েছিল সেই সময়ের কথা। আমরা সদলবলে সম্মেলনের প্রবেশদ্বারে ঢুকেছি, এমন সময় কবিতা (অধ্যাপিকা কবিতা দে, ইংরেজি বিভাগ) গেল গেটের বাইরে আটকে। উঁকি দিয়ে দেখি একটা ছেলের সাথে কথা বলছে, ওদিকে সাথীদিরা ডাকছেন একসাথে বসবার জন্য। আমি যেতে পারছি না। বিরক্তই হচ্ছিলাম, বহুক্ষণ ধরে কবিতার কথা বলার জন্য। অবশেষে কবিতা এসে জানায় ছেলেটি ওর সহপাঠী এবং আমাদের কলেজে জয়েন করবে, তাই সব জানতে চাইছিল। সেদিন কিন্তু আমার শুভেন্দুকে দেখে একটুও মনে হয়নি অধ্যাপক, (কিন্তু তখনই অন্য কলেজে সে অধ্যাপনারত) বরং মনে হয়েছিল অতি সাধারণ একটি ছাত্র, কোন প্রয়োজনে কবিতার সাথে কথা বলছে।

যাই হোক, এরপরই কবিতা তৎপরতার সঙ্গে শুভেন্দুর বাড়ির ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়। আমরা তখন যা করতাম, একসাথেই আলোচনা করে করতাম। তাই আমি ও কবিতা দুজনে মিলে কলেজের কাছাকাছি ভাড়াবাড়ি দেখি এবং কবিতা শুভেন্দুকে জানায়। খুব কম দিনের মধ্যেই শুভেন্দু কলেজে জয়েন করে এবং ভাড়া বাড়িতেও চলে আসে। যদিও পরে তাঁর বিশেষ কিছু অসুবিধার জন্য খুব শীঘ্রই বাড়ি পাল্টাতে বাধ্য হয়। কবিতা আমার থেকে দু বছরের ছোট, কিন্তু বন্ধুত্বের বন্ধনে আমরা নাম ধরেই

ডাকতাম পরস্পরকে। তাই শুভেন্দুও প্রথম থেকেই কবিতাকে অনুসরণ করে। এইভাবে পরিচিতি বাড়ার পর একদিন জানতে চেয়েছিলাম-''কেন আমাকে দিদি বলো না?'' উত্তরে বলেছিল, ''কবিতা নাকি এই সর্বনাশটা করে দিয়েছে, যেটা আর সংশোধন সম্ভব নয়।'' তারপর আমাদের মধ্যে এই নিয়ে খুব মজা হয়েছিল।

আমি যখন এই কলেজে আসি তখন গোল টেবিলে অধ্যাপিকারা প্রায় কেউ বসতেন না, আমি প্রথম বসতে শুরু করি। শুভেন্দু অবশ্য দুই জায়গাতেই বসত। যে চেয়ারেই বসুক সর্বত্রই তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কবিতা, গান এগুলো নিয়ে আলোচনা করত এবং নানা হাস্যরসাত্মক ও বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় পরিবেশকে জমজমাট করে তুলতো। আমরা যাঁর জলদগম্ভীর কথোপকথন দূর থেকে শুনেছি, কাছে যেতে পারিনি সেই অরুণবাবুর (অরুণেন্দুপ্রসাদ দাশগুপ্ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ) কাছে গিয়ে গোল টেবিলে বসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় ব্যস্ত শুভেন্দুকে দেখেছি। তখন আমাদের রাজ্যে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে একটা দামামা বাজছে। এই ব্যাপারে ওয়েবকুটার থেকে চিঠিপত্র আসলে আমাদেরও বিভিন্ন জায়গায় এইসব প্রোগ্রামে যোগ দিতে যেতে হতো। মনে পড়ছে সেদিনও আমরা প্রবীণা দিদিদের ও আমাদের ঠিক ওপরের দিদিদের সাথে সদলবলে হাজির হয়েছিলাম খলিসানি কলেজে, বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য । অনেকজন অধ্যাপিকার একসাথে প্রবেশ তাতে তো একটু কলরোল স্বাভাবিক, তবে একজন অধ্যাপকও ছিলেন আমাদের সাথে। সবাই ঠিকমতো বসার আগেই শোনা গেল হুগলি উইমেন্স কলেজ থেকে কাউকে বলার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। সবাই অপ্রস্তুত প্রত্যেকেই পরস্পরকে ঠেলছে, শেষ পর্যন্ত তখনই নাম ঘোষিত হয়ে গেল অধ্যাপক শুভেন্দুবিকাশ অধিকারীর। শুভেন্দু স্মার্টলি স্টেজে উঠেই বলল,- ''আমি হুগলি উইমেন্স কলেজে নবাগত, সর্বকনিষ্ঠও বটে- জানিনা কেন কিভাবে আমার নামটাই প্রস্তাবিত হয়েছে। তবে আমার বিবেচনায় যেটা বুঝি বলে গেলাম।'' আমরা খুব করতালি দিলেও হাতের আঙ্গুল খুঁটতে খুঁটতে বলেছিল- ''আমায় আগে জানালে ভালো হতো।''

আমরা এসে কলেজের ব্যবস্থাপনায় দেখেছি পরিচালন সমিতি (জি.বি.) -তে শিক্ষক প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য নির্বাচন তো হতোই না, এমনকি মনোনীত হওয়ার জন্যও কেউ এগিয়ে আসতো না। বরং ভয় পেতাম আমরা অত বড় একটা জায়গা, রুদ্ধদ্বার মিটিং ইত্যাদি ভেবে। তবে রুদ্ধকক্ষে কি হত তা জানার আগ্রহ ছিল ষোল আনা। একবার জি.বি.-তে শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি পাঠাতে হবে- এই নিয়ে কাউন্সিলের মিটিংয়ে আলোচনা চলছে, আমরা মুখ নিচু করে চুপচাপ বসে আছি। কত সাল মনে নেই, তবে শুভেন্দু সেদিন কলেজেই আসেনি। যখন ওপরের দিক থেকে নামের প্রস্তাব নামতে নামতে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে এরকম অবস্থা, তখন আমরা প্রায় সমস্বরে শুভেন্দুর নাম প্রস্তাব করে ফেললাম। কারণ তখন পুরুষ শিক্ষকের সংখ্যা বেশি ছিল না। সম্ভবত সুকান্তও তখন এই কলেজে আসে নি। বড়দিদিরা শুভেন্দুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নাম গ্রহণ যুক্তি-গ্রাহ্য হবে না বলে অভিমত দিলে, আমরা তাঁকে রাজি করানোর দায়িত্ব নিয়ে নিলাম। খলিসানি কলেজে যে নিজেকে সর্বকনিষ্ঠ ও নবাগত বলে আক্ষেপ করেছিল, তাঁকেই তাঁরই অজান্তে কলেজের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। যদিও পরে তাঁকে অভিমত জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তখন এরকমই দিন ছিল নিজের অনুপস্থিতিতে পরিচালন সমিতির সদস্য মনোনীত হওয়ার পর সুদীর্ঘ সময় দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব

করেছিলেন শুভেন্দু। সেই সঙ্গে ইংরেজি বিভাগের অনার্স খোলার ক্ষেত্রে শুভেন্দু একটা বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। সুকান্ত এই কলেজে যোগ দেওয়ার পর দুজনই পরিচালন সমিতির সদস্য মনোনীত হয়। ওরা দুজনই পরস্পরকে 'গুরু' বলে সম্বোধন করত। সুকান্ত ও শুভেন্দু দীর্ঘদিন একসাথে কলেজের কাজ করেছে। যে কোন সমস্যায় যে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে সবার সাথে আলোচনা করে এগিয়েছে। বিশেষ করে কলেজের প্রথম NAAC -এ শুভেন্দুর ও সুকান্তর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক 'গুরু'র অকাল প্রয়াণে আরেক 'গুরু' যেভাবে তার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে কলেজের সাথে যাবতীয় লেনদেন - সমস্যার সমাধান করেছিল, তাতে মনে হয়েছিল এক 'গুরু'র দায় আরেক 'গুরু' যেন মাথা পেতে গ্রহণ করেছে এবং বহন করছে। সেই সঙ্গে ছিল আমাদের তৎকালীন প্রিন্সিপাল ম্যাডাম (অধ্যক্ষা ড. সুমিতা বাজপাই) এবং বড়বাবুর (শ্রী অভিমন্দ্র ঘোষ) আন্তরিক সহযোগিতা ও তৎপরতা। শুভেন্দু ও সুকান্ত তখনও দুজনেই কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য ছিল। দুজনের পারস্পরিক সম্পর্কই যেন নিয়তির খেলায় একসাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। মাঝে পরিচালন সমিতিতে মহিলা সদস্য থাকা নিয়ে একটা প্রস্তাব করা হয়েছিল যেটা নিয়ে কাউন্সিলের মিটিংয়ে বিতর্কের পর বিষয়টার সমাপ্তি ঘটে। তখন একটু কষ্টও পেয়েছিলাম যদিও পরবর্তী সময়ে সেটি কার্যকর হয়েছিল। এরপরে নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগোতে গিয়ে শুভেন্দুর সাথে মতান্তর ঘটেছে, তবে মনান্তর হয়নি।

কলেজে প্রিন্সিপাল ম্যাডামের অনুপস্থিতিতে নিয়মমাফিক একজনকে চার্জে থাকতে হয়। সেই নিয়ম অনুযায়ী মাঝে মধ্যে শনিবারই আমার টি.আই.সি. হওয়ার সুযোগ আসত। শুভেন্দু ঐ দিন আমাকে কৌতুক করে 'ডিসচার্জ ম্যাডাম' সম্বোধন করতো এবং যে সেদিন যে কাজই করত আগে বলত 'ডিসচার্জ ম্যাডাম' আমি, এটা করছি। এই নিয়ে স্টাফরুমে চলত হাসাহাসি আর সেই সঙ্গে শনিবারের বারবেলায় গোল টেবিলে আড্ডা জমতো যাঁর মধ্য মণি ছিল শুভেন্দু, ছাত্রীদের এস.বি.এ স্যার।

প্রিন্সিপাল ম্যাডামের (অধ্যক্ষা ড. সীমা ব্যানার্জী) অনুমতি নিয়ে তার পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে আমাদের কলেজে শুভেন্দুর জন্য যে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে আমি যোগ দিতে পেরেছিলাম, যদিও বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি। কিন্তু একটু সময়ের অভিজ্ঞতায় আমি যা জেনেছিলাম বা দেখেছিলাম তাতে মনে প্রশ্ন জেগেছিল-ওই ছোটখাটো মানুষটা এই বয়সের মধ্যে এত মানুষের কাছে পৌঁছেছিল কিভাবে? আমাদের কলেজের বড় 'হল' প্রায় ভর্তি। ভাবলাম বোধহয় ছাত্র-ছাত্রী, কিন্তু ভালো করে দেখে বুঝলাম এরা সবাই তো স্টুডেন্টস নয়, লোকাল এলাকার নানা জীবিকার মানুষ; যারা কোনো না কোনোভাবে শুভেন্দুর দ্বারা উপকৃত। গুণীজন, বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ মানুষ; সম্পন্ন থেকে অতি দরিদ্র পরিবারের সবাই কিছু বলতে চায়। তাদের ঋণ স্বীকার করতে চায়। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম আকুতি তার অভাব বোধের বেদনা যেভাবে তারা প্রকাশ করেছে, তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। ওই মানুষটিকে সব সময় ব্যস্ত দেখেছি, কিন্তু কেন এটা নিয়ে আমরা কোনদিন প্রশ্ন করিনি বা গভীরে খোঁজ করার প্রয়োজনও বোধ করিনি। এখন এটা ভেবেই আক্ষেপ হয়।

শুভেন্দু সত্যিই 'নিজ নিকেতনে' চলে গেল। কিন্তু সে জানতে পারল না, সে যা রেখে গেল তার জন্য মানুষগুলো কিভাবে তাঁকে স্মরণ করছে, শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। শুভেন্দুর একজন খুব কাছের অধ্যাপক বন্ধু সেদিন যা বলতে চেয়েছিলেন তার মর্মার্থ হচ্ছে, ''শুভেন্দুর সীমিত জীবনকালের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের

কাছাকাছি তিনি পৌঁছাতে পারবেন না। কিন্তু মৃত্যুর পর যদি তিনি এরকম একটা স্মরণসভা পান তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবেন এবং শুভেন্দুর একটু কাছেও যেতে পেরেছেন ভেবে স্বস্তি পাবেন।"

শুভেন্দু হার্টের সমস্যা নিয়ে বি.এম.বিড়লা হসপিটালে ভর্তি হওয়ার পরেই খবর পেয়ে আমিও শ্যামলীনা (অধ্যাপিকা ডঃ শ্যামলীনা গোস্বামী, ভূগোল বিভাগ) দেখতে যাব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু শুভেন্দুরই নির্দেশেই যাইনি। অপারেশনের পরে দেখা হবে - এটাই ঠিক ছিল। শ্যামলীনা তার আত্মীয়কে দেখতে গিয়ে দেখা করে ও কথা বলে এসেছিল। আমার অবশেষে দেখা হয়েছিল, কিন্তু কথা হয়নি।

'সংসার বিদেশে-বিদেশীর বেশে' শুভেন্দুকে আটকে রাখা যায়নি। দুঃস্বপ্নের মত চোখের সামনে ঘটে গেল বিপর্যয়। বিদেশে বেশি দিন ভ্রমণ না করে ভালোই করেছ শুভেন্দু। তোমাকে দেখতে হয়নি অতিমারীর ভয়াবহতা, জীবন-জীবিকার চরম সর্বনাশা রূপ। অনুভব করতে হয়নি আমাদের তিলোত্তমার বাঁচার প্রাণপণ প্রচেষ্টা, অবশেষে আধুনিক সভ্যতার নিখুঁত শিল্পের নবরূপায়ণে আত্মসমর্পণ। তুমি লেখক, কিভাবে তোমার কলমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটতো, অজানা রয়ে গেল...। অজানা রয়ে গেল আরও অনেককিছু। পুত্রকে নিয়ে তোমার যে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন ছিল, তা পূর্ণ হয়েছে। আজ তুমি থাকলে তোমার পরিবার পরিজন ও আমাদের বড় আনন্দের দিন, তোমার পরম গৌরবের দিন।

নিয়তি তোমাকে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেও কেড়ে নিতে পারেনি তোমার সদাহাস্যময় চিরনবীন ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল স্মৃতি, যা বার্ধক্যকে পরাজিত করে চিরদিন মধ্য গগনের সূর্যের মতো আমাদের মানসলোকে বিরাজ করবে। আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসার অঞ্জলি।

বাবাকে লেখা চিঠি

নবনীতা মিত্র
বি.এ., ষষ্ঠ সেমিস্টার

প্রিয় বাবা,

তোমাকে নিয়ে আমি অনেক কিছু ভাবতাম, এক স্বপ্নের জগতে বাস করতাম। বাস্তবে চোখ পড়তেই দেখলাম, তোমাকে নিয়ে আমার ভাবনা মরুভূমিতে মরীচিকার মতন, যার বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই। সবার বাবাকে যখন দেখি তাঁদের নিজ নিজ কন্যাকে যত্ন করেছেন, আগলে আগলে রাখছেন, তখন আমার ভারী আফসোস হয় আমার বাবাকে নিয়ে। সবার বাবার মত কেন আমি তোমার চোখের মণি নই? কেন আমি তোমাকে আমার মাথার বটগাছ বলতে পারি না? কেন তুমি সবার বাবার মতন নও?

সবার বাবারা দেখি তাদের কন্যাদের পড়াতে বসান, কলেজে নিতে আসেন, পরীক্ষার সময় বাবারা বাইরে থাকেন, মায়ের বকা খাওয়া থেকে বাবারা বাঁচান। বাবারা মেয়ের অভিমান ভাঙান, আরো কত কিছু বাবারা তাদের মেয়েদের জন্য করেছেন, করে থাকেন। তোমাকে নিয়ে আমারও অনেক স্বপ্ন ছিল, কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানিয়ে নিতে শিখে গেছি, বিশ্বাস করতে শিখেছি যা হয় ভালোর জন্যই হয়।

শেষে তোমাকে বলবো, মায়া হয় তোমার জন্য, তবে ভালোবাসা তোমার প্রতি আমার নেই আজ আর। বাবা নামটা পেলেও, আমার বাবা তুমি হয়ে উঠতে পারোনি, কেবল বাবা নামটাই পেয়েছো। অভিযোগ একটাই, একটু স্নেহ দিয়ে তোমার এই মেয়েটাকে গড়ে তুলতে পারতে।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস ঃ কিছু ভাবনা

ড. নির্মাল্য সেনশর্মা
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

প্রকাশের পর প্রায় ১১৫ বছর পেরিয়ে এসেও রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাস পাঠককে ভাবায়। উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। 'গোরা'র প্রেক্ষাপট বিশাল। এ উপন্যাস একান্তভাবে আবদ্ধ থাকেনি কোন বিশেষ গণ্ডি বা কালের মধ্যে। বক্তব্যের মহনীয়তায়, তত্ত্বভাবনার গভীরতায়, ভাষার গাম্ভীর্য ও চলিষ্ণুতায়, প্রকরণের নতুনত্বে, পটভূমির বিস্তারে 'গোরা' এক অনন্য সৃষ্টি। এ উপন্যাস সমৃদ্ধ, শাশ্বত ও সর্বজনীন আবেদনে। এর কাহিনি পরিকল্পনার মাঝে যেমন রয়েছে বিশালতা, সেই বিশালতার পরিচয় ছড়িয়ে আছে চরিত্র পরিকল্পনাতেও। 'গোরা' উপন্যাস দেশপ্রেমের উপন্যাস, মানবপ্রেমেরও—এ উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে গভীর জীবনভাবনা। এখানে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানবজীবন ও জগৎ আছে, যা মানুষেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব আর ভালোবাসা দিয়ে ঘেরা। এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সেটাই করতে পেরেছেন, যা পৃথিবীর মহৎস্রষ্টারা করে গেছেন।

ঘটনাস্রোত নিত্যপ্রবাহমান গোরা উপন্যাসে, এর মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায় অন্তর্লোকের প্রাধান্য। 'গোরা'কে নিজের মুখোমুখি হতে দেখা গেছে একমাসের কারাবাসের সময়ে। তার লক্ষ্য ছিল ধ্যানের ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করা। কারাবাসকালের নিভৃতিতে তার চিন্তালোক আর হৃদয়কে অধিকার করেছিল সুচরিতা। ঔপন্যাসিক দুর্লভ অবসর ঘটিয়েছেন চরিত্রের আত্মসমীক্ষার। আর কারামুক্ত 'গোরা' আত্মসমীক্ষার শেষে যেন হয়ে উঠেছে অন্য মানুষ — শুধু বাইরেই নয়, পালাবদল যেন সূচিত হয়েছে অন্তরেও। মহাকাব্যধর্মী 'গোরা' উপন্যাসে ঘটেছে দেশপ্রেম ও বিশ্বচেতনার সার্থক সমন্বয়, এ উপন্যাসে যেন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে যুগযুগান্তের সাধনা ও ত্যাগ- মহিমার প্রতীক ভারতবর্ষ।

'গোরা'র লক্ষ্য ভারত-আবিষ্কার, আর সে ভারত হল ধ্যানেরই ভারত। 'গোরা' উপলব্ধি করতে পেরেছে ব্যক্তিপ্রেম দেশপ্রেমেরই পরিপূরক, কোনভাবেই বিরোধী নয়। উপন্যাসকে জীবন-ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে, গোরা আর সুচরিতার প্রেমের আখ্যানের স্বীকৃতি। বাস্তবের কঠিন মাটিতে 'গোরা'কে নেমে আসতে হয়েছে ভারত-আবিষ্কারে বেরিয়ে। আর তাই 'গোরা'র অভিজ্ঞতায় মূল্যবান হয়ে উঠেছে চরঘোষপুর-এর ঘটনা। স্বপ্নের ভারতবর্ষকে হারালেও 'গোরা' পেয়েছে বাস্তবের ভারতবর্ষকে। গোরা উপন্যাসে রয়েছে জীবনেরই গভীর রহস্যের ইঙ্গিত।

১৮৮০-৮২ খ্রিস্টাব্দের ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের অন্তর্গত কলকাতা প্রধান ঘটনাস্থল হলেও, যুগান্তরের ভারত হল 'গোরা' উপন্যাসের আসল পটভূমি— আর এই যুগান্তরের ভারত হল তাই, যা মধ্যযুগীয় মূল্যবোধের অবসান- সূচক ও নবযুগের মূল্যবোধের আবির্ভাব-চিহ্নিত। ৭৬ টি অধ্যায় ও পরিশিষ্ট সমন্বিত 'গোরা' দীর্ঘ উপন্যাস। শিকড়ের খোঁজে গোরার অভিযান। 'গোরা' উপন্যাস লেখার সূচনা বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলনের সময়কালে। এ উপন্যাসের পটভূমি হিন্দু-ব্রাহ্ম সমাজ বিরোধকে অবলম্বন করলেও উপন্যাসের বিষয় তাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এক মহৎ স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ লিপ্ত ছিলেন তাঁরই যোগ্য এক অনুসন্ধানে। উপন্যাসে রয়েছে নব্য হিন্দু, নব্য ব্রাহ্ম, রক্ষণশীল হিন্দু ও

রক্ষণশীল ব্রাহ্ম মানুষেরা। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যেমন দেখা পাওয়া যায় পানুবাবুকে, বরদাসুন্দরীকে, তেমনি হিন্দুসমাজের মধ্যেও দেখা মেলে অবিনাশের মতো চরিত্রের। আবার দেখা পাওয়া যায় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরেশ বাবু বা হিন্দু সমাজের আনন্দময়ীর, যাদের মধ্যে পাওয়া উদার মানবতার সন্ধান। প্রকৃতপক্ষে সেইসময় হিন্দু সমাজে চলছিল আত্ম-উপলব্ধি, আত্ম-অন্বেষণ ও আত্ম-জিজ্ঞাসার পালা।

'গোরা' রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনার এক অপরূপ শিল্পরূপ। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'য় উপস্থাপিত করেছেন ১৯ শতকের শেষের দিকের হিন্দুর আত্ম-আবিষ্কার ও আত্ম-সন্ধানের কাহিনি। গোরার মর্মমূলে বিরাজিত ভারতীয় নীতিবোধ ও ভারতীয় জীবনাদর্শ। 'গোরা' গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায় আর প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। শেষ পর্যন্ত গোরা জানতে পেরেছে সে আইরিশ পিতা-মাতার সন্তান। মিউটিনির সময় গোরার জন্ম। কৃষ্ণদয়ালবাবু ও আনন্দময়ী তখন এটোয়াতে। যুদ্ধে মারা গেছিলেন গোরার আইরিশ পিতা, আর গোরার মা আশ্রয় নিয়েছিলেন কৃষ্ণদয়ালবাবুদের বাড়িতে। তিনি গোরার জন্ম দিয়েই মারা যান। সেই থেকে গোরা মানুষ হয়েছে কৃষ্ণদয়ালবাবু ও আনন্দময়ীর কাছে, তাদের সন্তান হিসাবে। জন্মরহস্য উদঘাটিত হওয়ার পর গোরার সমস্ত বন্ধন যেন যায় ছিঁড়ে- সে উপলব্ধি করে তার নেই কোন জাত, কোন সংস্কার। সে মুহূর্তে গোরার অন্তরের অনুভব-'এক মুহূর্তেই গোরার কাছে তাহার সমস্ত জীবন অত্যন্ত অদ্ভুত একটা স্বপ্নের মতো হইয়া গেল। শৈশব হইতে এত বৎসর তাহার জীবনের যে ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা একেবারেই বিলীন হইয়া গেল। সে যে কি, সে যে কোথায় আছে– তাহা যেন বুঝিতেই পারিল না। তাহার পশ্চাতে অতীতকাল বলিয়া যেন কোন পদার্থই নাই এবং তাহার সম্মুখে তাহার এতকালের এমন একাগ্রলক্ষ্যবর্তী সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেছে। সে যেন কেবল এক মুহূর্তমাত্রের পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মত ভাসিতেছে। তাহার মা নাই, বাপ নাই, দেশ নাই, জাতি নাই, নাম নাই, গোত্র নাই, দেবতা নাই। তাহার সমস্তই একটা কেবল 'না'। সে কি ধরিবে কি করিবে আবার কোথা হইতে শুরু করিবে, আবার কোনদিকে লক্ষ্য স্থির করিবে, আবার দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে কর্মের-উপকরণ সকল কোথা হইতে কেমন করিয়া সংগ্রহ করিয়া তুলিবে! এই দিক্‌চিহ্নহীন অদ্ভুত শূন্যের মধ্যে গোরা নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল তাহার মুখ দেখিয়া কেহ তাহাকে আর দ্বিতীয় কথাটি বলিতে সাহস করিল না।'

দেখা গেছে আত্মপরিচয় পাবার পর পরেশবাবুর কাছে গোরা নিজের মনকে উজাড় করে দিয়েছে, 'আজ এক- মুহূর্তেই আমার সেই ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মত উড়ে গেছে। আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ জ্ঞান-অজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের কাছে এসে পৌঁচেছে। আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি-সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে,সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়। সেই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণ ক্ষেত্র।'

গোরা এসে দাঁড়িয়েছে সব জাতপাত ও ধর্মের ঊর্ধে, সমস্ত ধর্মের ঊর্ধে সে দেখতে পেয়েছে ভারতবর্ষকে। ধর্ম -আচার-অনুষ্ঠান তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে তার কাছে। তার মনে হয়েছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম মানবতা আর সত্যের উদ্‌ঘাটন হল মানবতার উদ্বোধন, যে মানবতার ছোঁয়ায় এ উপন্যাসে যেন উদঘাটিত হয়েছে ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন বাণী- 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।' বাইরের আচার অনুষ্ঠান পেরিয়ে এসে এ উপন্যাস যেন মুক্তির পথরেখা রচনা করেছে বৃহত্তর মানবতার ক্ষেত্রে। পরেশ

বাবু গোরার গুরু হয়ে ওঠেন মানবতার পূজারী রূপে, সমস্ত ধর্মের গণ্ডিকে অতিক্রম করে আনন্দময়ীর মধ্যে গোরা খুঁজে পায় ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপকে, যা বৃহৎ মহৎ— তিনি হয়ে ওঠেন এক জ্যোতির্ময় 'কল্যাণের প্রতিমা'। আনন্দময়ীর দু পা টেনে নিয়ে তার ওপর মাথা রেখে গোরা বলতে পেরেছে 'মা তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই-শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।' আনন্দময়ী যেন হয়ে উঠেছেন বিশ্বমাতা - নব আবিষ্কৃত ভারতবর্ষ,—

'ও আমার দেশের মাটি তোমার' পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।।
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাথা।।

('স্বদেশ' পর্যায়, ২ সংখ্যক গান, গীতবিতান)

'গোরা' উপন্যাসে বিনয়-ললিতার কাহিনির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এ উপকাহিনি সাহায্য করেছে 'গোরা' উপন্যাসের মহৎ বাণী উচ্চারণ করতে, উপন্যাসের কাহিনি গড়ে তুলতে। বিনয় ও ললিতার প্রেম বিবাহে পরিণতি লাভ করেছিল নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে। সুচরিতা আর গোরার যোগসূত্রটি বিনয়। উপন্যাসের গঠনে যেমন সাহায্য করেছে বিনয় ও ললিতা, সেইসঙ্গে তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেদের ব্যক্তিত্বও। 'গোরা' উপন্যাস রচিত হয়েছে মহাকাব্যের ব্যাপ্তি নিয়ে। অধ্যাপক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভাষায় 'ইহার প্রসার ও পরিধি সাধারণ উপন্যাস অপেক্ষা অনেক বেশি। ইহার মধ্যে অনেকটা মহাকাব্যের বিশালতা ও বিস্তৃতি আছে।' (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)

মহাকাব্যের নাটকীয়তার পরিচয় ধরা রয়েছে 'গোরা' উপন্যাসে। গোরার জন্মরহস্য উদ্‌ঘাটনে রয়েছে নাটকীয়তা। আত্মপরিচয় জানার পরে পাল্টে গেল গোরার মন, তার উত্তরণ ঘটেছে মানবতার বৃহত্তর ধর্মে।

মহাকাব্য বা মহাকাব্যোপম সৃষ্টিতে জীবনদৃষ্টির যে পরিপূর্ণতা থাকে তা 'গোরা'য় রয়েছে। 'গোরা' উপন্যাস রচিত এক বিশেষ যুগসন্ধিকালে, ভারতবর্ষের বিশাল সামাজিক প্রেক্ষাপটে। ঔপন্যাসিক বৃহত্তর পটভূমিতে তুলে ধরেছেন সমকালের নানা দিক — সামাজিক ভেদাভেদ, নিচুতলার মানুষকে অপমান, ধর্ম বিরোধ, শহুরে আর গ্রাম্য দলাদলি প্রভৃতি। দেশকালের সীমা পেরিয়ে বহমান যে শাশ্বত বিশ্বমানবতা ও মানবিক ঔদার্য্য, তার সঙ্গে সঙ্গে যুগসত্য ও জীবনসত্য এ উপন্যাসে বড় হয়ে উঠেছে। সঙ্গে রয়েছে ভারত জিজ্ঞাসার কথা। এ উপন্যাসে পটভূমির বিশালতা ও কাহিনির ব্যাপ্তির পাশাপাশি এসেছে উপন্যাসের অসামান্য বক্তব্য ও চরিত্রের অনন্যতা। উপন্যাসকে এক অসাধারণ মহিমায় ভূষিত করেছে সমাপ্তির অনিবার্যতা। কাহিনির সমাপ্তি রচিত এক অপরূপ শান্ত উপলব্ধিতে, সমস্ত রকম দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ-সংশয় অতিক্রম করে। 'গোরা'র প্রকাশশৈলীকে এক বিরল মাধুর্য দান করেছে ভাষার সমুন্নতি ও গাম্ভীর্য। সবদিক থেকে 'গোরা' নামক অসাধারণ সৃষ্টিটি লাভ করেছে মহাকাব্যোপম উপন্যাসের মহিমা।

এ উপন্যাসে যেমন চিত্রিত মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত, তেমনি মানব-মানবীর জীবনের রসরূপ প্রতিফলিত হয়েছে বৃহত্তর ক্যানভাসে। উপন্যাসে কোন কোন জায়গায় প্রকৃতিকেও গুরুত্ব পেতে দেখা গেছে। 'গোরা' উপন্যাসের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর আলোচনার দিকে আমরা দৃষ্টি দিতে পারি- '.... তাঁর 'গোরা' এদিক থেকে শুধু তাঁর নয়, সমগ্র আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেরই একটি যুগান্তকারী উপন্যাস, ইউরোপের epic novel এর সঙ্গে তুলনীয়। আকারে-প্রকারে, ভাবে-আদর্শে, 'গোরা' মহাকাব্যের মতোই বিশাল— একটা গোটা জাতির মানসিক সংকটের কাহিনী এর মূল বক্তব্য।' (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত)

বলা যেতে পারে 'গোরা' উপন্যাসের শেষে সার্থকতা লাভ করেছে গোরার আত্ম-অন্বেষণ - সত্য-অন্বেষণ। ঘটেছে গোরার নব উপলব্ধিতে উত্তরণ। উপন্যাস পৌঁছেছে বিশ্বমানবতাবাদে। আজও অক্ষুণ্ণ 'গোরা' উপন্যাসের শৈল্পিক মাধুর্য, সাহিত্যিক সৌন্দর্য আর রসাবেদন। 'গোরা' উপন্যাসে অনির্বাণ শিখায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে মানবতাবাদ, যা বর্তমান সময়ে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক।

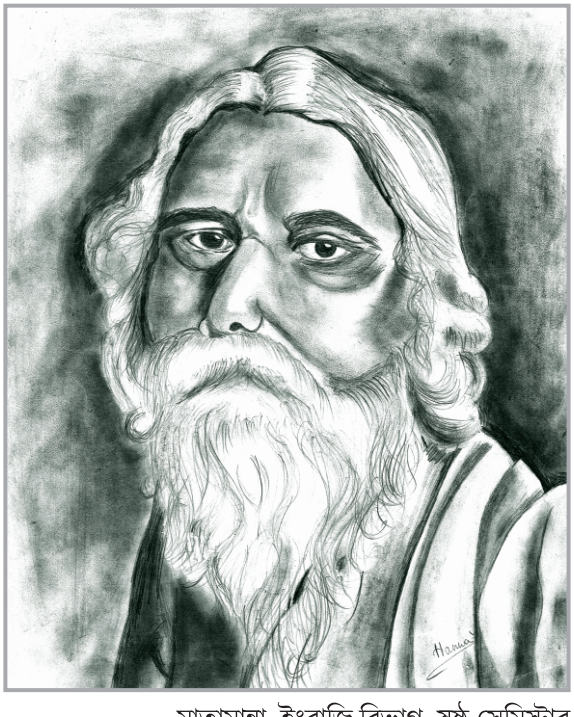

মাতামান্না, ইংরাজি বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার

ড. লিলি মন্ডল, অধ্যাপিকা, ইংরেজি বিভাগ

OUR MOTTO

- We Enlighten
- We Enrich
- We Empower

HOOGHLY WOMEN'S COLLEGE
1, Vivekananda Road, Pipulpati,
Chinsurah, West Bengal 712103